সুখী পরিবার গঠনে স্ত্রীর ভূমিকা



দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ

মোঃ মতিউর রহমান

মোঃ মতিউর রহমান



দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ

নিরীক্ষণ ও শরঈ সম্পাদনা
মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী

মিফতাহ প্রকাশনী

১

দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ

[সুখী পরিবার গঠনে স্ত্রীর ভূমিকা]

মোঃ মতিউর রহমান
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (বায়োকেমিস্ট্রি এ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি), রা.বি

নিরীক্ষণ ও শরঈ সম্পাদনা
মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী
তাকমিল (মাস্টার্স) দারুল উলুম দেওবন্দ ইউ.পি, ভারত

মিফতাহ প্রকাশনী



উৎসর্গ

আমার মমতাময়ী মা'কে-
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দরবারে
আমার মায়ের দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।
আল্লাহ যেন তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে
কল্যাণ দান করেন। আমিন

-মোঃ মতিউর রহমান



লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার প্রতি; যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। লাখো কোটি দরূদ এবং সালাম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি।

নারী তুমি সৃষ্টির সেরা, অবনীর নীর/যেন গোলাপে গঠিত ভেতর ও বাহির! কত যত্ন করে অপূর্ব সুন্দর রুপে অনুপম গুনাবলীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারীকে পুরুষের সঙ্গীরুপে সৃষ্টি করেছেন। সেই আদি থেকেই মহান আল্লাহ তাআলা নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি নারী ও পুরুষের সুন্দর কাঠামোতে অবয়ব ও বৈশিষ্ট্যগত কিছু ভিন্নতা দান করেছেন। কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহর কাছে নারী বা পুরুষ বলে আলাদা কিছু নেই; পুরুষের বেশি মর্যাদা আর নারীর কম মর্যাদা এমনটি নয়।

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পোশাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, পোশাকের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক যত নিবিড় আদর্শ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক ততটাই নিবিড়। ইসলাম নারী জাতিকে যথাযথ অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। আর দ্বীনি পরিবারে নারী ও পুরুষ উভয়ে নিজ নিজ বলয়ে একে অপরের বন্ধু ও সাথী হয়ে সমাজ-সংসারে যৌথভাবে কাজ করে।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র কল্যাণময় জীবন বিধান। জীবনের অন্য সকল দিকের ন্যায় পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। একজন পুরুষ ও একজন নারী কীভাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করবে, তাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তি দেখা দিলে কিভাবে তার নিষ্পত্তি করবে ইত্যাদি সকল বিষয়েই ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এই বইটিতে সুখী পরিবার গঠনে একজন স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'*দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ*' নামক এই বইটি '*প্রিন্সিপল'স অব ম্যারিজ এ্যান্ড ফ্যামিলি ইথিক'স*' নামক ইংরেজি বইয়ের ছায়া অবলম্বনে নিজের মত করে লেখা হয়েছে। এই ছোট্ট বইটি যদি কোনো স্ত্রী অধ্যয়নের আওতায় রাখেন, আশা করা যায় তাঁর জীবন সুবিন্যস্ত হয়ে উঠবে এবং তিনি নিজের পরিবারকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেরণা পাবেন– ইনশাআল্লাহ।

একটি বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ সুখী পরিবার গড়ে তুলতে এই বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে– ইনশাআল্লাহ। সকলের পথচলা সুন্দর হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সিরাতুল মুসতাকিমের পথে অটল ও অবিচল রাখুন। আমীন।

মোঃ মতিউর রহমান
matiurrahman.ru@gmail.com
তাং : ০৫.০৮.২০২১ ঈ.



প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রসংশা সেই মহান আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার। লাখো কোটি দরূদ এবং সালাম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি।

নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কই মূলত মানবীয় সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তি। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর জীবন যদি অসুস্থ ও নড়বড়ে হয়, সংসারে যদি ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ কারণে সভ্যতার আদিকাল থেকেই সমাজ-বিজ্ঞানীরা পারিবারিক জীবনের সুস্থতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত ইসলামের সেই নির্দেশনা যথাযথ অনসৃত না হওয়ায় আজ বিশ্বের মুসলিম সমাজই ভুগছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে। আর সে ব্যাধির প্রকোপে দিশেহারা হয়ে তারা এর নিরাময় খুঁজছে অধিকতর ব্যাধিগ্রস্থ পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার কাছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত এই সুস্থতা ও শান্তি এসেছে কী? নাকি সমাজে অশান্তিই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে? মুসলমানদের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল ইসলামের দাম্পত্য আইনের মূলনীতি ও ভাবধারার পরিপন্থী অসংখ রসম-রেওয়াজ, ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের অনপ্রবেশই ঘটেনি বরং সাথে সাথে তাদের একটা বিরাট অংশের মন-মগজ থেকে বৈবাহিক জীবনের ইসলামী দৃষ্টিকোণই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে বিশ্বের মানব সমাজের এক বিশাল



প্রারম্ভিকা

প্রশংসা করছি মহান রাব্বে কাবার। অসংখ্য-অগণিত দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, পেয়ারে রাসূল: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের-এর প্রতি।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুখ, শান্তি , কল্যাণ, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা রয়েছে একমাত্র প্রিয় নবিজী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের-এর নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতিতেই। যে পরিবারে দ্বীনদার স্ত্রী রয়েছেন; সে পরিবার বেশ সুখি। বর্তমান চাকচিক্যময় পৃথিবীর এ রঙ্গিন ভুবনে নারীদের অবাধ চলাফেরা এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন নারীদের একবারে শেষ করে দিচ্ছে। এমন সময়ে রাসূলের নির্দেশিত পথ ছাড়া আমাদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত করা অত্যন্ত কঠিন।

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যত উত্তম ও মধুর হবে, দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। কুরআন এবং হাদিসও বলে- উত্তম স্ত্রী হলো তারা; যারা স্বামীকে যথাযথ সম্মান করে কারণ পরস্পরের প্রতি যথাযথ সম্মানই দুনিয়া ও পরকালের সফলতা লাভের উপায়।

তাছাড়া বিশেষত একজন স্ত্রীর কর্তব্য হলো- স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করার পাশাপাশি নিজেদের সতীত্ব রক্ষায় সতর্ক থাকা। স্বামীর উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিতিতে এ দুটি কাজ স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতটা গাঢ় তার প্রমাণ কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা

করেন– এভাবে 'তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাকস্বরূপ।' –সূরা বাকারা : ১৮৭।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "চারটি গুণ দেখে নারীদের বিবাহ করা হয়- সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও দীনদারি। তবে তোমার হাত ধুলি ধুসরিত হোক, তুমি ধার্মিকতার দিক প্রাধান্য দিয়েই কামিয়াব হও।" –সহিহ মুসলিম: ১০/৩০৫।

সুতরাং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রাখা জরুরি। বিশেষ করে স্বামীর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় স্বামীর অধিকারগুলো রক্ষা করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব স্বামী-স্ত্রীকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন-যাপন করার তাওফিক দান করুন। স্ত্রীদেরকে স্বামীর হকসমূহ যথাযথ রক্ষা করার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালের সফলতা লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আলহামদুলিল্লাহ! চমৎকার এ বিষয়ের উপর লেখক ও চিন্তক; শ্রদ্ধেয় মোঃ মতিউর রহমান ভাই এই বইটি গ্রন্থনা করেছেন। বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি যথাসাধ্য ভালো করে দেখার চেষ্টা করেছি। বইটি এই সময়ে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ন একটি গাইড। আশা করি– এই বইটি পাঠ করলে প্রত্যেক স্ত্রী-ই তার স্বামীর প্রতি যত্নশীল হবেন। আমি মন থেকে এই প্রত্যাশাই করছি। আল্লাহ তাআলা উক্ত বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট; লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক; সবাইকে কবুল করুন।

মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী
nazmulislamqasimi@gmail.com

তাং : ০৯.০৮.২০২১ ঈ.



ধারা বিবরণী

লেখকের কথা
প্রকাশকের কথা
প্রারম্ভিকা
বিয়ের উদ্দেশ্য : ১২
স্বামীর সাথে বসবাস : ১৮
সহৃদয়তা : ২০
স্বামীর সম্মান : ২২
অভিযোগ এবং সমাধান : ২৫
বিশ্বস্ত ও প্রশান্ত মনোভাব : ২৮
ভুল প্রত্যাশা : ৩০
সহানুভূতি প্রকাশ করুন : ৩২
প্রশংসা করুন : ৩৫
তার দোষ ধরতে যাবেন না : ৩৮
স্বামীকে নিয়েই সুখে থাকুন : ৪২
পর্দা করুন : ৪৫
আপনার স্বামীর ভুল ক্ষমা করুন : ৪৯
আপনার স্বামীর আত্মীয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখুন : ৫১
স্বামীর পেশাকে সম্মান করুন : ৫৪
স্বামীর সাথেই থাকুন : ৫৯
যদি আপনার স্বামী বাড়িতে বসে কাজ করেন : ৬২
স্বামীর অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হোন : ৬৫

স্বামীকে স্বাধীনতা দিন : ৬৮
সন্দেহপ্রবণ নারী : ৭২
নিন্দুকের কথায় কান দিবেন না : ৮২
সংসারে মায়ের চেয়ে স্বামীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিন : ৮৬
বাড়িতে সুন্দর ও পরিপাটি থাকুন : ৯১
গোপনীয়তা রক্ষা করুন : ৯৫
তার নেতৃত্ব মেনে চলুন : ৯৭
মুখ গোমড়া করে থাকবেন না : ১০৩
স্বামীর রাগান্বিত অবস্থায় নীরব থাকুন : ১০৭
স্বামীর শখকে সম্মান করুন : ১১৩
গৃহকর্ম : ১১৫
ঘরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন : ১২১
একটি সুবিন্যস্ত গৃহ : ১২৫
খাদ্য প্রস্তুত করা : ১৩১
অতিথি আপ্যায়ন : ১৩৮
বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক : ১৪৬
মহিলাদের পেশা : ১৫০
অবসর সময় অপচয় করবেন না : ১৫৯
সন্তান প্রতিপালন : ১৬৩
আহার ও পরিচ্ছন্নতা : ১৬৯



বিয়ের উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিশ্বাস, নৈতিকতার ভিত্তিতেই সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাত এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়– মানুষ সামাজিক ও নৈতিক জীব। এই মানুষকেই আল্লাহ তাআলা নারী-পরুষ নামক দুটি ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেছেন। তারা উভয়ে মিলে একটি পরিবার গঠন করবে এবং তার থেকে একটি সভ্যতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর সকল ধর্ম-বর্ণেই বিয়ে প্রথার প্রচলন আছে। তবে এর আনুষ্ঠানিকতা ও বাস্তবায়ন একেক ধর্মে একেক আঙ্গিকে। প্রায় সকল ধর্মেই এর গুরুত্ব সীমাহীন। ইসলাম তো একে ইবাদত হিসাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। সঠিক সময়ে বিয়ে করার বেশ কিছু ভালো দিক রয়েছে। যেমন–

১. বিয়ে করার মাধ্যমে একটি পরিবার গঠন করা সম্ভব। যেখানে যে কেউ মানসিক শান্তি খুঁজে পাবে। তার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। আর অবিবাহিত ব্যক্তি ঠিক যেন নীড়হীন একটি পাখি। এক সময় সে জীবনের বাস্তবতায় হারিয়ে যায়। অপরদিকে পরিবার একটি আশ্রয়স্বরূপ; যা তাকে হারিয়ে যেতে দেয় না। বিবাহিত ব্যক্তি তার জীবনের সব সুখ-দুঃখ সহজেই সঙ্গীর সাথে ভাগ করে নেয়ার সুযোগ পায়।

২. যৌবনে পা দেয়া মাত্রই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এবং বৈধভাবে এই চাহিদা পূরণের অধিকার প্রত্যেকের থাকা উচিত। তবে সেটা অবশ্যই হতে হবে সঠিক সময়ে। সঠিক সময়ে বিয়ে না করা ব্যক্তি সবসময় এক ধরনের শারীরিক ও মানসিক অশান্তিতে ভোগে। এসব শারিরীক ও মানসিক সমস্যার দরুন এক সময় প্রচণ্ড হতাশ হয়ে ওঠে। কোনো কাজে মনযোগী হতে পারে না। ফলাফল; জীবনে সফলতা থেকে সে অনেক পিছিয়ে পড়ে। তাই বিয়ে জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তরুণ সমাজের সিংহভাগই আজ বিয়ে থেকে দূরে।

৩. বিয়ের মাধ্যমে মানব জাতির ক্রমধারা অব্যাহত থাকে। একটি শিশু একদিকে যেমন বাবা-মার সব আনন্দ ও প্রশান্তির খোরাক হয়, অন্যদিকে সে তার পরিবারের ভিত্তি আরও মজবুত করে।

ইসলামে বিয়ে ও সন্তান ধারণ উভয়ের প্রতি বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে–

> *অর্থ :* "তাঁর আরেকটি নিদর্শন এই যে– তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের দ্বারা প্রশান্তি লাভ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া দান করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[১]

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> *অর্থ :* "আমি বিবাহ করেছি। যে আমার (এই) নীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার উম্মত নয়।"[২]

---

[১] সূরা রূম : ২১।

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫০৬৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৩৪০৩।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন–

> *অর্থ :* "তোমরা প্রেমময়ী অধিক সন্তানদানকারী নারীকে বিয়ে কর। কারণ– আমি (কেয়ামতের মাঠে) আমার উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গৌরব করবো।"[৩]

হযরত ওমর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন–

> *অর্থ :* "আল্লাহর কসম! মুসলমান হওয়ার পর একজন পুরুষের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো– একজন সুন্দরী স্ত্রী, যে ভালো আচরণ করে, প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তানদানে সক্ষম।"[৪]

উক্ত আলোচনায় মূলত বিয়ে ও জীবন সঙ্গীর গুরুত্ব এবং শরিয়ত মোতাবেক উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই বলা হয়েছে। কেবল নিজের একাকিত্ব কাটানো কিংবা যৌন চাহিদা পূরণ কখনোই বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা– সৃষ্টি জগতের প্রতিটি প্রাণীই এমনটা করে থাকে। তবে মানুষের জীবনে বিয়ের আসল উদ্দেশ্য একটু ভিন্নই বলা যায়। আমরা এই পৃথিবীতে কেবল গতানুগতিক ধারায় খাওয়া দাওয়া, ঘুম আর আনন্দ ফুর্তি করে বেড়াবো, তারপর একদিন মরে যাব; এভাবে নিজেদেরকে শেষ করে দিতে আমরা আসিনি।

সৃষ্টির সেরা হিসেবে আমাদের কর্ম হতে হবে সেরা। পৃথিবীতে আমরা মূলত আমাদের আত্মার পরীক্ষা দিতে আসি। আমাদের উদ্দেশ্য, একদিকে জ্ঞান অর্জন, সৎ কর্ম আর ভালো ব্যবহার গুণে সব জয় করা, অন্যদিকে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমাদের লক্ষ্য হবে সহজ-সরল ও সৎ পথ অবলম্বন করে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জন করা।

---

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ২০৫০, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ২০৪৩; বাইহাকি, হাদিস নং : ২৭৩৩।

[৪] সুনানে কুবরা, হাদিস নং : ১৩৪৮০; শুআবুল ঈমান, হাদিস নং : ৮৭২৪।

মানব জাতি সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য সৃষ্টি। সে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম। খারাপ কাজ থেকে নিজেকে দূরে ঠেলে দিয়ে ভালো কাজ ও আচরণের মাধ্যমে মানুষ নিজের অবস্থান এমন উচ্চ স্তরে নিতে সক্ষম, যা স্বয়ং ফেরেশতারাও অর্জন করতে পারেনি। সৃষ্টিকর্তার এমনই এক অনন্য সৃষ্টি মানুষ জাতি। নবিদের দেখানো পথ ও দ্বীনের সঠিক অনুকরণে সে এই দুনিয়া ও আখিরাতে নিজের সুখ নিশ্চিত করে পরকালে চির শান্তি অর্জন করতে সক্ষম। সুতরাং! এমন অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্বীনের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক কল্যাণের বিষয়গুলো অন্তত সবার অনুসন্ধান করা উচিত।

বলাবাহুল্য ধর্মীয় মূল্যবোধে অটল থাকা একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা কিংবা তার পাপী আত্মা পরিশুদ্ধ করার একটি মাধ্যম হলো বিয়ে। এটি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনেরও একটি মাধ্যম বলা যায়। এক্ষেত্রে একজন ভালো জীবন সঙ্গী বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যখন দুজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি বিয়ের মাধ্যমে একটি পরিবার তৈরী করে, দুজনই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে এক হয় এবং দুজনই হয় একই চিন্তা-ধারার অধিকারী, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে শারীরিক পরিতৃপ্তির পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তিও আসে; যা পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভালোলাগা আরও বাড়িয়ে দেয়। এমন দম্পতি যৌন বিকৃতির মতো বিপজ্জনক আসক্তি থেকে সবসময় মুক্ত থাকে।

আল্লাহর নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ অন্যান্য নবিগণ তরুণ সমাজে সঠিক সময়ে বিয়ে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রচুর জোর দিয়েছেন। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> *অর্থ :* "আল্লাহ পাক যাকে একজন নেককার স্ত্রী দান করলেন, তাকে অর্ধেক দ্বীন পালনে সহযোগিতা করলেন। সুতরাং সে যেন বাকি অর্ধেকে আল্লাহকে ভয় করে চলে।"[৫]

[৫] মুসতাদরাক, হাদিস নং : ২৭২৯।

এক্ষেত্রে এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়–

> *অর্থ :* "যে তরুণ অল্প বয়সেই বিবাহ করে নেয়, তার পিছনে নিয়োজিত শয়তান আফসোস করে বলতে থাকে– হায়, সে আমার হাত থেকে তার দ্বীনকে রক্ষা করে নিলো!"[৬] হযরত তাউস (রহ.) বলেন– "তরুণদের ইবাদত পূর্ণাঙ্গ হয় না বিয়ে করা ছাড়া।"[৭]

একজন বিশ্বস্ত, ধার্মিক জীবন সঙ্গীর সান্নিধ্যে যে কেউই সম্মানের সাথে সৎ জীবন যাপন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কোনো ব্যক্তি গোপন গুনাহ এড়াতে চাইলে তার জন্য বিয়ে বাধ্যতামূলক। কেননা– গোপন গুনাহ এতটাই ভয়াবহ যে– এটি আমাদের ইবাদত অসম্পূর্ণ করে রাখে, নষ্ট করে দেয়। এক্ষেত্রে ধার্মিক দম্পতি একে অপরকে গোপন কিংবা প্রকাশ্য সব ধরনের গুনাহ থেকে হেফাজত করার চেষ্টা করে এবং ইবাদাতে আরও বেশি আগ্রহী করে তোলে। তারা একে অপরের ইবাদতে সঙ্গী হয়ে সাহায্য করে।

আচ্ছা– একজন ব্যক্তির পক্ষে তার স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর পথে একনিষ্ঠ ভাবে অটল থাকা কি আদৌও সম্ভব? অথবা দুনিয়াবি সমস্ত আইন কানুন মেনে সাধারণ জীবন যাপন করা, সমাজে সততা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা কিংবা সৎ উদ্দেশ্যে দান করা, এসব কাজ স্ত্রীর পুরোপুরি সহযোগিতা ছাড়া কি সম্ভব? একজন দ্বীনি জীবন সঙ্গী আপনাকে সব সময় সৎ কাজে আহবান করবে, ঠিক যেমনভাবে অসৎ ব্যক্তি খারাপ কাজে আহ্বান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্ররোচণায় আমরা খারাপ কাজে না জড়িয়ে পড়ি। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হলো জীবন সঙ্গীর আচরণ ও দ্বীনের প্রতি মূল্যবোধের দিকটা খেয়াল রাখা।

---

[৬] মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস নং : ২০৪১।

[৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ১৬১৫৯।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন–

> *অর্থ :* "তাকওয়ার পরে মুমিন বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হলো, নেককার স্ত্রী। যাকে আদেশ করলে মান্য করে, যার দিকে তাকালে পুলক লাভ হয়, তার বিষয়ে কোনো কসম করলে সে স্বামীর কসমের মূল্যায়ন করে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার মাল ও নিজের সত্ত্বার হেফাজত করে।"[৮]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন–

> *অর্থ :* "যে ব্যক্তি চরিত্র ঠিক রাখার জন্য বিবাহ করে, তাকে সহযোগিতা করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে পড়ে।"[৯]

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো–

> *অর্থ :* 'সর্বোত্তম নারী কে?' তিনি বললেন, "সর্বোত্তম নারী হলো, স্বামী যাকে দেখলে পুলকিত হয়, আদেশ করলে মেনে নেয়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও নিজের সতীত্বের হেফাজত করে।"[১০]

* * *

[৮] সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং : ১৮৫৭; তাবারানি, হাদিস নং : ৭৮০১।
[৯] সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ৭৮৬; মুসতাদরাক, হাদিস নং : ২৭২৬।
[১০] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৭৪২১; সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং : ৩২৩১।

স্বামীর সাথে বসবাস

স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকা অবস্থায় স্ত্রীর কাজ হলো স্বামীর প্রতি খেয়াল রাখা, তার যত্ন নেওয়া। আর এটি মোটেও সহজ কাজ নয়। যে নারী সংসারে তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত নয়, সে কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না। ধরুন আপনি একটি চাকরি করবেন বলে ঠিক করেছেন, এখন সেই চাকরি পেতে হলে আপনার অবশ্যই যোগ্যতার প্রয়োজন হবে। সাথে ন্যূনতম দক্ষতাও দরকার। ঠিক এমনি করে একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে স্বামীর মন জয় করার জন্যও যোগ্যতার প্রয়োজন। আশেপাশে একটু তাকালেই বোঝা যায়– দু'জন মানুষ একই ছাদের নিচে পাশাপাশি থেকেও কতটা দূরে। সবাই স্বামীর মন জয় করতে পারে না। স্বামীর মনে জায়গা পেতেও ন্যূনতম যোগ্যতা প্রয়োজন। আর তা মোটেও সার্টিফিকেটের যোগ্যতা নয়। এক্ষেত্রে একজন আদর্শ স্ত্রীই পারে তার স্বামীকে খারাপ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে ভালো কাজের উৎসাহ দিতে, তার স্বাস্থের প্রতি খেয়াল রাখতে। পুরুষকে একজন আদর্শ স্বামী কিংবা একজন আদর্শ বাবা হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে তার স্ত্রীর ভূমিকা অনন্য।

সত্যিকার পুরুষ তাকেই বলা উচিত; যে নিজের পরিবারকে আগলে রাখে এবং সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালনা করে। আর পুরুষের মাঝে এমন অসাধারণ পরিবর্তন আনার ক্ষমতা মহান আল্লাহ নারীকে দিয়েছেন। একজন নারীই পারে ভালোবাসা দিয়ে একজন পুরুষের স্বভাবে পরিবর্তন আনতে। তবে পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারের দুঃখও

কিন্তু তার হাতে। একজন নারী তার সংসারকে একটি স্বর্গে পরিণত করতে পারে, আবার সে চাইলে তা জ্বলন্ত নরকও হতে পারে। সে তার স্বামীকে সাফল্যের শীর্ষে কিংবা দুর্ভাগ্যের চরম প্রান্তে ছুড়ে ফেলতে পারে। একজন ধৈর্যশীল, বিনয়ী স্ত্রী সবচেয়ে নিকৃষ্ট পুরুষটিকেও বদলে দিয়ে সাফল্যের শীর্ষে পোঁছে দিতে পারে। নারীরা এক বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জন্মায়। কেননা– তার যা ইচ্ছে তা ই সে অর্জন করতে সক্ষম।

স্বামীর সংসার সামলানো ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একে জিহাদ (আল্লাহর পথে পবিত্র যুদ্ধ) এর সমপর্যায়ে নেয়া হয়েছে। আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে; জিহাদ বলতে মূলত ইসলামের অগ্রগতি, রক্ষা ও সম্মানের জন্য সংগ্রামকে বোঝানো হয়; একে পবিত্র যুদ্ধও বলা যায়। এটি আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ ইবাদতগুলোর একটি। আর স্বামীর খেদমত, তাকে সঠিক পথে আনা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তাই স্ত্রীর এমন কাজগুলোকে ইসলামে জিহাদের মর্যাদা দেয়া হয়। একবার নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক নারীকে জিজ্ঞেস করলেন–

> *অর্থ :* "তুমি তোমার স্বামীর সাথে কেমন আচরণ কর?" তিনি বললেন, 'নিজের সাধ্যের মধ্যে আমি তার সেবা-যত্নে বিন্দু মাত্রও ত্রুটি করি না।' নবিজী বললেন– "সাবধান থেকো! তার সেবাই তোমাকে জান্নাতে পৌঁছাবে বা জাহান্নামে"।[১১]

নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

> *অর্থ :* "যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১২] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন– "যে নারী স্বামীর মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, আল্লাহ তাআলা তার দিকে ফিরেও তাকান না।"[১৩]

---

[১১]মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৯০০৩; মুসতাদরাক, হাদিস নং : ২৮১৮।

[১২] জামে তিরমিজি, হাদিস নং : ১১৯৫; সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং : ১৮৫৪।

[১৩]সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং : ৯০৮৬; বায়হাকি, হাদিস নং : ১৪৭২০; মুসতাদরাক, হাদিস নং : ২৮২০।

সহৃদয়তা

আমরা সাধারণত এমন জীবন সঙ্গী পাবার আশা করি; যে আমাদের অনেক বেশি ভালোবাসবে। কেননা– স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা না থাকলে পরিবারে নিজেকে খুব একা মনে হয়। নারীরা অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কোমল আর মায়াময়। প্রকৃতিগতভাবেই সকলে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শোনো বোন! তোমার স্বামীও এর ব্যতিক্রম নয়। সেও কোমলতায়, মায়ায় আকৃষ্ট হয়। তারও ভালোবাসার প্রয়োজন। বিয়ের আগে বাবা-মা তাকে যেমনটা নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছিল, সে এখন তার স্ত্রীর কাছেই তা আশা করে। অন্য সবার মতো সেও একটু বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় থাকে। আবার এই মানুষটাই সংসারে আহারের যোগান দিতে, স্ত্রীকে আরেকটু ভালো রাখতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে। স্ত্রীর সব কষ্ট ভাগ করে নেয়, স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে ঠিক সেভাবেই যত্ন করে যেমনটা মেয়েটিকে তার বাবা-মা করত। অতএব, তাকে বুঝতে দেয়া উচিত– সে আসলেই তোমার জীবনে কতটা গুরুত্ব বহন করে।

প্রেম হলো– একটি দ্বি-মুখী সম্পর্ক, যা দুটি মনকে এক করে। একবার বিশ বছরের এক যুবক ৩৯ বছর বয়সী এক বিধবা মহিলার প্রেমে পড়েছিল। মহিলাটি ছিল তার বাড়িওয়ালা। প্রেমে পড়ার কারণ, ছেলেটি মহিলার মায়া মমতা দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল। অতঃপর তাদের বিয়েও হয়।

দু'জনের প্রতি দু'জন যদি সমান আবেগী হয়, তবে সম্পর্কের ভিত্তি আরও মজবুত হয়। এক্ষেত্রে ডিভোর্সের আশংকাও কমে যায়। তবে গর্বের সাথে কখনো এমনটা ভেবো না যে– তোমার স্বামী প্রথম দেখাতেই তোমার প্রেমে পড়েছিল বলে সে আর কখনোই বদলাবে না। যে প্রেম শুধু রূপের সৌন্দর্য দেখে হয়, তা কখনো স্থায়ী হয় না। চিরস্থায়ী প্রেম হলো খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। ভালোবাসা দিয়ে কোনো পুরুষকে আপন করে নিলে, সেও স্ত্রীর জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে তাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে সেই সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত থাকে।

গবেষণায় দেখা যায়– সুখী দম্পতির স্বাস্থ্য তুলনামূলক ভালো থাকে। তাদের রোগ বালাইয়ের আশংকাও কম থাকে আর নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক ভালো না থাকা দম্পতি সব সময় হতাশায় ভোগে। এক সময় ঝগড়া-বিবাদ এড়াতে পরস্পর একটা দূরত্ব তৈরি করে। স্বামী যতটুকু সম্ভব বাইরে থাকার চেষ্টা করে।





স্বামীর সম্মান

আপনি যখন কাউকে ভালোবাসবেন; তার মানে অবশ্যই সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি ভালো জানেন। প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীর নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে চায়, তবে তা কখনোই প্রকাশ করে না। ঘর থেকে বেরিয়েই জীবিকার তাগিদে সে নানা স্বভাবের মানুষের সংস্পর্শে আসে। কেউ তাকে ছোট করে কথা বলে, কেউবা অপমান করে, আর কারো কারো ব্যবহারে সে খুব বিরক্ত হয়। কিন্তু দিন শেষে ঘরে ফিরে সে তার স্ত্রীর কাছে যথাযথ সম্মান আর ভালো ব্যবহারটুকুই আশা করে। এই অবস্থায় সে কিছু বলতে চাইলে শ্রোতা হওয়া উচিত। শত রাগ কিংবা অভিমান থাকলেও বাসায় ঢোকার সাথে সাথে তার উপর চেঁচানো ঠিক না।

নতুন কোথাও গেলে স্বামীকে আগে প্রবেশ করতে দিলেও একজন স্বামী মনে মনে নিজেকে সম্মানিত ভাবে। আর বাচ্চাদের অবশ্যই তাদের বাবাকে সম্মান করাটা শেখানো উচিত। এছাড়া অতিথিদের সামনে তার চরিত্রের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা যায়। এতে অতিথির কাছে স্বামীর সম্মানটা বেড়ে গেলে, স্ত্রীর জন্য তার মায়া এবং আবেগও বেড়ে যায়। কাজ শেষে সে ঘরে ফিরলে তাকে সুন্দর কিছু বলে প্রতিদিন স্বাগত জানানো যায়। এসব ছোট ছোট কাজ সংসারে বেশ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ভাগ্যবান তো সে মহিলা; যে তার স্বামীকে সম্মান করে এবং কোনো প্রকার হয়রানি করে না। স্বামীর খাবার শেষে তার হাত ধোয়ার পানি এবং তোয়ালের ব্যবস্থা করা স্ত্রীর দায়িত্ব। সুতরাং স্বামীকে অবমাননা করা, অকারণে কড়া ভাষায় কথা কিংবা গালিগালাজ করা ইসলাম সমর্থন করে না। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর প্রতি খুব মনযোগী হওয়া উচিত। অকারণে তাকে অপদস্ত করা ঠিক নয়। কেননা স্ত্রী স্বামীকে অপদস্ত করলে, পরিণামে স্বামীও স্ত্রীকে অপদস্ত করবে, এটাই স্বাভাবিক। তখনই সম্মান ও বিশ্বাসের জায়গায় ফাটল ধরা শুরু করে। এভাবে তুচ্ছ বিষয়ে কথা কাটাকাটি ধীরে ধীরে সম্পর্কের অবসান ঘটায়। এক সাথে একই ছাদের নিচে থেকেও শান্তি পাওয়া যায় না। একরাশ হতাশায় জীবন জর্জরিত হয়ে পড়ে। এক সময় এসব মানসিক অশান্তি এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে, যা আমরা আর সহ্য করতে পারি না। পরবর্তীতে বিভিন্ন অসামাজিক কিংবা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ি।

এর মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যকর দুটো ঘটনা তুলে ধরা যাক। এক দম্পতি ছিল। স্বামীর বয়স ২২ বছর। আর স্ত্রী ১৯ বছর বয়সী। বিয়ের মাত্র এক বছর পেরুতেই স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হয়। আদালতে নেয়া হলে জানা যায়– দাম্পত্য কলহের জের ধরেই সে তার স্ত্রীকে খুন করে। তার ভাষ্যমতে, 'এক বছর হল আমরা বিয়ে করি। শুরুতে সব ভালোই যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে আমার স্ত্রীর ব্যবহার বদলাতে শুরু করে। এই নিয়ে আমি সব সময়ই চিন্তিত থাকতাম। ছোট ছোট ইস্যুতে সে রেগে যেত আর মুখে যা আসত, তা ই বলত। মোটামুটি সবসময় আমাদের ঝগড়া লেগেই থাকত। আমার বাম চোখ একটু ছোট, ঐ চোখে তেমন ভালো দেখতে পাই না। এটা নিয়েও আমাকে কথা শোনাত। একদিন ঝগড়ার মাঝে সে আমাকে কানা বলে গালিগালাজ শুরু করে। আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। আমি এতটাই ক্ষেপে যাই, কিচেন থেকে ছুরি এনে ওকে আঘাত করি। একবার, দুবার না, টানা পনের বার!'

এমন ঘটনা শুধু সদ্য বিবাহিত দম্পতির হয়, তা কিন্তু নয়। ৭০ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ তার স্ত্রীকে হত্যা করে ঠিক একই কারণে। তিনি বলেন– 'হঠাৎ আমার প্রতি তার আচরণ পাল্টে যায়। আমাকে সহ্যই করতে পারত না। সব সময় আমাকে গালিগালাজ করত। একদিন বলল আমি তার সাথে সংসার করার যোগ্য না। তখন বুঝতে পারলাম, তার মনে আমার জন্য কোনো জায়গা নেই। সত্যি বলতে কি, জীবনের এই পর্যায়ে এমন কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমাকে হতাশা আর ক্ষোভ ঘিরে ফেলে, কিছু না ভেবেই তাকে খুন করে ফেলি। পাশের ঘরে কুড়াল ছিল। ওটা দিয়ে খুন করি।



অভিযোগ এবং সমাধান

জীবনে সমস্যা ও অভিযোগ নেই এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রত্যেকেই তার সমস্যাগুলো কাছের মানুষকে বলতে ভালোবাসে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, প্রত্যেক কাজের সুনির্ধারিত সময় ও উপযুক্ত জায়গা আছে। তাই অভিযোগ করার উপযুক্ত সময় এবং পরিস্থিতি খুঁজে নেওয়া উচিত।

সারা দিনের পরিশ্রমে স্বামী খুব ক্লান্ত ও নার্ভাস থাকলেও অনেক বোকা ও স্বার্থপর নারীরা তা বুঝতে পারে না। স্বামীর প্রফুল্লতা ফিরে আসার অপেক্ষা না করেই তারা অভিযোগের অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করতে শুরু করে। বলতে থাকে– *"আপনি আমাকে এসব দুষ্ট বাচ্চার মাঝে ছেড়ে গেছেন, এখন ফিরে এসেছেন তো নিজের প্রয়োজনেই। আপনার এই ছেলে রিফাত মোটেই পড়াশোনা করে না, পরীক্ষায় সে খারাপ করেছে। আমি আজ অনেক পরিশ্রম করেছি, আমি খুবই ক্লান্ত। কেউ আমার কষ্ট বোঝে না। বাচ্চারা আমাকে বাড়ির কাজে সামান্য সহায়তা করে না। যদি আমার কোনো বাচ্চাই না হত। যাইহোক– আপনার বোন আজ আমার সাথে ছিলো। তার কী হয়েছে আমি জানি না, সে এমন ভাব করছিল: যেন আমি তার বাবার উত্তরাধিকার সম্পদ গিলে খেয়েছি। আপনার মা থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচান। তিনি অগোচরে আমার বদনাম করে বেড়ান। আমি তাদের দ্বারা ভীষণ বিরক্ত।"*

এছাড়াও– *"আমি আজ ভুল করে চাকু দিয়ে আমার আঙ্গুল কেটে ফেলেছি। গতকাল শহিদুলের বিয়েতে যাওয়ার মোটেও ইচ্ছে ছিলো না আমার। আপনি কি সেদিন অমুকের স্ত্রীকে খেয়াল করেছেন? কী সাজ তার! আমার সেই সৌভাগ্য কোথায়! প্রকৃত স্বামী তো সে; যে তার স্ত্রীকে পছন্দ করে এবং সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনে দেয়, শপিং এ নিয়ে যায়। অমুক খুবই ভাগ্যবতী; যে তার স্বামী তাকে খুব ভালোবাসে, তিনি আপনার মতো নন। আপনার বাচ্চাদের সেবা করে আমি এই আবদ্ধ ঘরে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারছি না। আপনার যা খুশি করুন।"*

এমন আচরণ ভুল। এসব নারী মনে করে তাদের স্বামী প্রতিদিন সকালে যেন পিকনিক বা আনন্দযাত্রায় বের হয়, অফিসে নয়। অথচ একজন পুরুষ প্রতিদিন কত যে সমস্যার সম্মুখীন হোন!

প্রিয় বোন! আপনার স্বামী কাজের সময় কত অদ্ভুত আর অসভ্য লোকের মুখোমুখি হয়ে সারাদিন অফিসে ব্যস্ত থাকেন, আপনি তা জানেন কী! তাই বাড়িতে ফিরে সে ভীষণ ক্লান্ত থাকে। তার সামনে তখন একসাথে সমস্ত অভিযোগ উপস্থাপন করা উচিত নয়। তিনি একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে দোষী মনে করবেন। বুঝতে শিখুন, তার প্রতি বিনীত হোন।

প্রিয় বোন! অসময়ে অভিযোগ করার এই অভ্যাস আল্লাহর জন্য বাদ দিন। উপযুক্ত সময় খুঁজে বের করুন। অতঃপর অভিযোগ না করে আসল সমস্যাগুলো উপস্থাপন করুন। এতে আপনার প্রতি স্বামীর বৈরী মনোভাব তৈরির সুযোগ থাকবে না এবং পারিবারিক বন্ধন সুরক্ষিত থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> *অর্থ :* "যে নারী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, জান্নাতের হুরগণ তাকে অভিশম্পাত করে বলে– 'আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তাকে কষ্ট দিওনা। সে তো তোমার কাছে দুদিনের অতিথি। অচিরেই

সে আমাদের কাছে চলে আসবে"।[১৪]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন–

> *অর্থ :* "সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো স্ত্রী হিসেবে এমন নারী পাওয়া, যে তার স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, মুখে মুখে তর্ক করে স্বামীকে কষ্ট দেয়।"[১৫]

তাই স্বামীর স্বাচ্ছন্দের খেয়াল রাখুন। কাউকে কষ্ট দিয়ে মানসিক চাপে ফেলে কৃত্রিম ভালোবাসায় বাধ্য করা মারাত্মক ভুল কাজ। আপনি স্বামী ও পরিবার সম্পর্কে সচেতন হলে আপনার উচিত অবশ্যই এমন অযৌক্তিক মনোভাব পরিহার করা। আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, অসদাচরণ আপনার পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে!

এক চিকিৎসক আদালতে বলেছিলেন– *'আমি বিবাহিত জীবনে কখনও আমার স্ত্রীকে উপযুক্ত গৃহবধূর রূপে দেখিনি। আমাদের ঘর সর্বদা জঞ্জাল হয়ে থাকে। সব সময় সে বিকট স্বরে গালাগালি করে। তার প্রতি আমি খুবই বিরক্ত। তাকে এক কাড়ি টাকা দেওয়ার পরে আমি বিচ্ছেদ পেয়েছিলাম।' তিনি আনন্দের সাথে বলেছিলেন, 'সে যদি আমার সমস্ত সম্পদ -এমনকি আমার মেডিকেল ডিগ্রিও- চাইত, তবুও আমি তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সব তার হাতে তুলে দিতাম'!*

ভেবে দেখুন! কত জঘন্য! এমন স্বামীরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, জীবনকে অর্থহীন ভাবতে থাকে। আর এই মনোভাব মস্তিষ্ক থেকে সাধারণত মোছা যায় না। ফলে এমন ব্যক্তিরা বন্ধুবান্ধবের সাথে খুব কম মিশে, মানুষের সাথে কথাবার্তা কম বলে, আর তখন বিভিন্ন মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই উদ্বেগ ও শূন্যতার বিরূপ প্রভাব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। এমন ব্যক্তিরা জীবনের খেই হারিয়ে ফেলে, সব সময় মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে।

---

[১৪] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২২১০১ ; জামে জামে তিরমিজি, হাদিস নং : ১১৭৪।

[১৫] মুসতাদরাক, হাদিস নং : ২৭৩২।



বিশ্বস্ত ও প্রশান্ত মনোভাব

সকল সম্পর্কে বিশেষত সব দম্পতির মাঝে বিশ্বস্ত ও প্রশান্ত মনোভাব অপরিহার্য। দাম্পত্য জীবন সম্মিলিত জীবন, তাই প্রফুল্ল মন নিয়ে একসাথে থাকুন, একসাথে বাঁচুন। যদি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী জীবন উপভোগ করতে চান; তবে আপনার মনোভাবকে উদার ও ইতিবাচক রাখুন। ঝগড়াটে মনোভাব পরিহার করুন। আপনি জানেন না– ঘরে সুখ আনার ক্ষমতা রয়েছে আপনার; মমতার অগ্রদূত হয়ে স্বামী ও সন্তানকে প্রশান্তিতে আচ্ছন্ন করার যোগ্যতা আছে আপনার; উদার মনোভাব আর সুন্দর আচরণ দিয়ে তাদের মন জয় করে নেওয়ার স্বামর্থ্য আছে আপনার!

তাই আপনি যদি উন্নত জীবন ও স্বামীর সাথে সুসম্পর্কের আশা করেন, তবে অবহেলা করবেন না। ইতিবাচক মনোভাব ও মনোরম স্বভাব ধারণ করুন। দুজনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্ক সুরক্ষার হাতিয়ার। সম্পর্ক বিচ্ছেদের কারণ দুজনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ। পারিবারিক সমস্যা ও মতবিরোধের মূল উৎস, দম্পতির মাঝে মনোভাব, মূল্যবোধ ও আচরণের অসামঞ্জস্যতা। বিবাহবিচ্ছেদের পরিসংখ্যানগুলো থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। একজন মহিলা আদালতে অভিযোগ করেছিলেন, তার স্বামী সব সময় দুপুর ও রাতের খাবার বাইরে খেতে যান। স্বামী তখন বাইরে খেতে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে– *'তার স্ত্রী মোটেও স্বাভাবিক নয়, সে চরম পর্যায়ের মস্তিস্ক বিকৃত।'* এই কথা শুনে স্ত্রী তাৎক্ষণিক ছুটে গিয়ে বিচারকের সামনেই স্বামীকে মারতে শুরু করে।

এই নির্বোধ মহিলা ভেবেছিলো– অভিযোগ, গালিগালাজ আর মারধর করার মাধ্যমে সে স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারবে। তাই সে সহজ ও বুদ্ধিদীপ্ত কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। অথচ সেটাই হতো সঠিক পদক্ষেপ। তারা দু'জনেই উপযুক্ত আচরণ করতে ভুল করেছে।

আরেক মহিলা অভিযোগ করেন– তার স্বামী পনেরো মাস ধরে তার সাথে কথা বলেন না। অথচ নিজের মায়ের সাথে তার আচরণ ভালো। জবাবে স্বামী বলেন– স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের কারণে তিনি পনেরো মাস ধরে তার সাথে কথা না বলার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

বেশিরভাগ পারিবারিক কলহের সমাধান উদারতা, মমত্ববোধ এবং কোমল স্বভাবের মাধ্যমে করা সম্ভব। যদি আপনার স্বামী অপরাধ করে, আপনাকে অবহেলা করে, সম্পদ অপচয় করে অথবা পরস্পরের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটার মতো যে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে, তবে তা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো– পরস্পর উদার হওয়া এবং বিনম্র স্বভাব অবলম্বন করা। এমন আচরণ অনুশীলনের ফলাফলগুলো অলৌকিক ঘটনার মতো হয়ে থাকে। যে মহিলা স্বামীকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে দূরে থাকে। এবং যে তার স্বামীকে সম্মান করে, স্বামীর আনুগত্য করে এবং তাকে কোনো দুঃখ দেয় না, সে ধন্য এবং সমৃদ্ধ হয়।

হাদিসে আছে– 'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজন মহিলার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল, যে অধিক নামায, রোযা ও সদকার কারণে প্রসিদ্ধ ছিলো। তবে সে তার রুক্ষ আচরণ দিয়ে সঙ্গীদেরকে কষ্ট দিতো। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> অর্থ : "সে জাহান্নামের বাসিন্দা।"[১৬]

* * *

[১৬] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৯৬৭৫। বায়হাকি, হাদিস নং : ৯৫৪৫।

ভুল প্রত্যাশা

প্রিয় বোন! আপনি বাড়ীর নেত্রী। বুদ্ধিমতি এবং বোধ্যা হোন। আপনার ব্যয়ের হিসাব রাখুন। আয়ের সাথে সঙ্গতিপূণ ব্যয়ের বাজেট করুন। কারো সাথে প্রতিযোগিতা করবেন না, হিংসা করবেন না। কোনো মহিলার সুন্দর পোষাক বা কারো বাড়ীতে চমৎকার কোনো বস্তু দেখে পছন্দ হলে, স্বামীর স্বামর্থের প্রতি খেয়াল রেখে আবদার করুন। তাকে ঋণ নিতে বাধ্য করবেন না। চাহিদা পূরণের জন্য আয় বৃদ্ধির অপেক্ষা করা অথবা অপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কাজ।

হিংসাত্বক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বেশির ভাগ লোভী ও স্বার্থপর নারী এসব বুঝতে চায় না। ফলে তারা স্বামীর চোখে ঘৃণার পাত্রীতে পরিণত হয়। তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে স্বামীরা ক্লান্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। পরিশেষে এর একমাত্র সমাধান হয় বিবাহ বিচ্ছেদ, অথবা রক্তপাত। তারা চায় এমন স্বামী, যে দাসের মতো তাদের সেবা করবে এবং তাদের ব্যয়ে কোনোও আপত্তি করবে না। এসব মহিলারা নারী জাতের কলঙ্ক। এই উচ্চাভিলাষ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। ফলে তারা সন্তানের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। একাকিত্ব ঘিরে ধরে তাদেরকে। নতুন স্বামী তাদের কপালে জোটে না। জুটলেও, পরের স্বামীও তাদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়।

প্রিয় বোন! লোভী না হয়ে অল্পে তুষ্ট হোন। অন্যের অনুকরণ ছেড়ে নিজের পরিবারের সমৃদ্ধি ও স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন।

আপনার স্বামীও লাগামহীন ব্যয়ে অভ্যস্থ হলে, তাকে থামান এবং অপব্যয় আটকান। অপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার পরিবর্তে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা ভালো।

এক বর্ণনায় আছে– নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের কাছ থেকে স্বামীকে ধোকা না দেওয়ার ওয়াদা নিয়েছেন। জিজ্ঞেস করা হলো– স্বামীকে ধোকা দেওয়ার অর্থ কী? জবাবে নবিজী বললেন–

> অর্থ : "অনুমতি ছাড়া স্বামীর মাল ব্যয় করে অন্যের সাথে খাতির জমানো।"[১৭]

আরেক বর্ণনায় হযরত নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "তাকওয়ার পরে মুমিন বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হলো, নেককার স্ত্রী। যে স্বামীর আদেশ অমান্য করে না, এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও নিজের সতীত্বের হেফাজত করে।"[১৮]

* * *

[১৭] আহমদ, হাদিস নং : ২৭১৩৩; তাবারানি, হাদিস নং : ২০২০৯।

[১৮] ইবনে মাজা, হাদিস নং : ১৮৫৭; তাবারানি, হাদিস নং : ৭৮০১।



সহানুভূতি প্রকাশ করুন

আপনার স্বামীকে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দিন। পুরুষের জীবন পরিবারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঘরে-বাইরে হাজারো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, সহকর্মীদের রূঢ় আচরণ, উন্নতির চিন্তা, বন্ধুবান্ধবের আবেগ-উদ্বেগসহ বহুমুখী ও ব্যাপক চাপ সইতে হয় একজন দায়িত্বশীল পুরুষকে। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে- পুরুষের গড় আয়ু নারীর চেয়ে কম।

জীবনের এই কঠিন বোঝা সামলাতে পুরুষের প্রয়োজন হয় একটু সান্ত্বনা-সহানুভূতির। আপনার স্বামীও এর ব্যতিক্রম নন। তাই তিনিও আপনার কাছে সান্ত্বনা-সহানুভূতির প্রত্যাশী। দিনশেষে আপনাকেই তিনি সান্ত্বনার উৎসমূল ও শেষ আশ্রয় মনে করেন। অতএব তার প্রত্যাশা ও প্রয়োজন বোঝার চেষ্টা করুন। কাজ শেষে যখন তিনি ঘরে ফিরেন, তাকে বুঝতে দিন যে- তার প্রত্যাশা পূরণে আপনি সদা উন্মুখ।

পারিবারিক ঝামেলা উত্থাপন করার আগে তাকে বিশ্রাম নিতে দিন। তার উদ্যোমতা ফেরাতে সহায়তা করুন। রসিকতা ও উষ্ণ শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তার ক্লান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটান। তারপর তার ভালো-মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। যদি তিনি কথা বলতে রাজি হোন, তবে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনুন এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখান, সত্যিকারের উদ্বেগ প্রকাশ করার চেষ্টা করুন। তাকে বুঝতে সহায়তা

করুন যে– তার সমস্যাগুলির সমাধান ততো কঠিন নয়। তাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিন।

আপনি এমন কিছু বলতে পারেন–

> "অনেকেই তো এসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর ধৈর্য দিয়ে সব সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এটা আপনার জীবনের জন্য পরীক্ষা। এর বিনিময়ে হয়তো আপনি বড় কিছু অর্জন করতে যাচ্ছেন। তাই হতাশ না হয়ে বিচক্ষণতার সাথে এর মোকাবেলা করুন।"

অতঃপর সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় আপনার জানা থাকলে তার সাথে শেয়ার করুন। অন্যথায় যোগ্য কারো সাথে পরামর্শ করে সমাধানের পথ নির্ণয় করুন।

প্রিয় বোন! বিপদের সময় আপনার মনোযোগ ও ভালোবাসা আপনার স্বামীর একান্ত প্রয়োজন। অভিজ্ঞ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মত তাকে উপলব্ধি করে, যত্নশীল স্ত্রী হয়ে তাকে নার্সিং করুন। একজন মনোবিজ্ঞানী আপনাকে যে সঠিক নির্দেশনা দেবেন; তা অন্য কারো কাছে কি পাবেন? তার মনোবলকে শক্তিশালী রাখুন, সাহসকে প্রশ্রয় দিন। আপনার স্বামীর কল্যাণে আপনি ছাড়া আর কে একনিষ্ঠ ও উদ্বিগ্ন হবে! আপনার অনুরাগ তাকে শক্তি জোগাবে, সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করবে, মানসিক চাপ থেকে তাকে মুক্তি দিবে।

ফলস্বরূপ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন আরও মজবুত হবে; বৈবাহিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। পৃথিবীতে উত্তম স্ত্রীর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। আর ভালো স্ত্রী স্বামীর আনন্দে খুশি হোন, সন্তানের প্রতি হোন সদয় ও সহানুভূতিশীল। তারা স্বামীর মন মতো চলেন ও স্বামীকে চাপে ফেলেন না।

সুতরাং হে প্রিয় মা-বোন! আপনার স্বামীকে ভালোবাসুন। সব ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নীগণকে নিজের আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করুন। তারপর দেখুন! জীবন কত সুন্দর হয়!

* * *



প্রশংসা করুন

যদি কোনো ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহকে খুশি রাখার উদ্দেশ্যে দান-সদকা করে বদান্য ও উদার হয়, আর সে তার এমন কাজের জন্য প্রশংসা পায় এবং তার কাজের মূল্যায়ন করা হয়; তবে তা ঐ ব্যক্তির মাঝে উষ্ণ অনুভূতি যোগায় এবং সে একটি অভীষ্টপূরণের আনন্দ পায়। ভালো কাজ করা তখন তার স্বভাবে পরিণত হয়। নিজের সম্পদ অভাবীকে বিলিয়ে দেওয়া তার অভ্যাস হয়ে যায়। অপরদিকে যদি তার ভালো কাজের মূল্যায়ন করা না হয়, প্রশংসা না করা হয়, তাহলে সে ভালো কাজ করার উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলতে পারে। স্বভাবিকভাবেই যখন তার ভালো কাজের প্রশংসা করা হবে না, তখন সে তার কষ্টার্জিত সম্পদ খরচ করার উৎসাহ পাবে না। কৃতজ্ঞ থাকা, অপরের তারিফ করতে পারা এগুলো একজন ব্যক্তির প্রশংসনীয় গুণ। আর এটিই সেই গোপন রহস্য যার মাধ্যমে সে দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে– মানবজাতির উপর তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

> *অর্থ :* "তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে– যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব। যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।"[১৯]

[১৯] সূরা ইবরাহিম : ৭।

হে বোন!

> *মনে রাখবে! তোমার স্বামীও একজন মানুষ। সবার মতো তারও প্রশংসা শুনতে ভালো লাগে। সে তার পরিবারকে ভরণপোষণ দিতে প্রস্তুত থাকে এবং সে এটাকে তার নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা মনে করে। তবে যখন তার এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় আর তার প্রশংসা করা হয়, তখন তার কাছে এই দায়িত্ব পালন বোঝা মনে হয় না। যখনই সে ঘরের কোনো সরঞ্জাম অথবা তোমার জন্য বা বাচ্চাদের জন্য কাপড়চোপড় বা জুতা অথবা এরকম কিছু নিয়ে আসে, তখন তুমি খুশি হও এবং তাকে ধন্যবাদ জানাও। তার ছোট-বড় যে কোনো কাজ– যেমন, ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা, পরিবারকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া অথবা তোমাকে টাকাপয়সা দেওয়া ইত্যাদি- যা কিছু সে করে থাকে, সব ক্ষেত্রে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাও। তুমি যদি তোমার স্বামীর প্রশংসা কর, তাহলে সে কষ্ট করলেও তার ভালো লাগবে।*

সতর্ক থেকো! সবসময়ই যে পরিবারের দায়িত্ব পালনের সুযোগ তার হবে, এমনটা মনে করো না। পরিবারে তার অবদানের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যেয়ো না। এতে সে পরিবারের মঙ্গলের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। তখন অন্য কোথাও বা তার নিজের জন্য খরচ করতে পছন্দ করবে। তোমার কোনো বন্ধু বা কোনো আত্মীয় তোমাকে একজোড়া মোজা বা একগুচ্ছ ফুল উপহার দিলেও তুমি তাকে বারবার ধন্যবাদ জানাতে। সুতরাং এটি স্বাভাবিক এবং ন্যায়সম্মত যে– তুমি তোমার স্বামীর স্নেহ ও উদার মনোভাবের জন্যে তার প্রশংসা করবে। এটা ভেবোনা যে– তার প্রশংসা করলে তুমি ছোট হয়ে যাবে। বরং এতে তুমি আরো বেশি যত্ন আর ভালোবাসা পাবে। কারণ তুমি তার এমন প্রচেষ্টা ও কাজের প্রশংসা করছো, যেখানে স্বার্থপরতা শুধুই দুর্ভাগ্য ডেকে আনে।

এই সংক্রান্ত কিছু হাদিস

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "*জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী।*" কারণ জানতে চাইলে নবিজী বললেন–

> *অর্থ :* "কারণ তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ, অল্পতেই তার অনুগ্রহ ভুলে যায়। সারাজীবন স্বামী তার যথাযথ খেয়াল রাখার পরও কখনো এর ব্যতিক্রম হয়ে গেলে তারা বলতে শুরু করে, 'জীবনে কখনো তোমার থেকে ভালো কিছু পাইনি'।"[২০]

আরেক বর্ণনায় আছে–

> *অর্থ :* "যখন কোন নারী তার স্বামীকে বলে, 'জীবনে কখনো তোমার থেকে ভালো কিছু পাইনি', তখন তার সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়।"[২১]

বিখ্যাত তাবেয়ি হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িবের কাছে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করলে তিনি বলেন– নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> *অর্থ :* "যে নারী স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।"[২২]

* * *

[২০] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : : ২৯; সহিহ সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২১০৯।
[২১] ইবনে আদি, হাদিস নং : ৭৭৯।
[২২] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদিস নং : ১৩৯৯০, মুস্তাদরাক, হাদিস নং : ২৮২০।



তার দোষ ধরতে যাবেন না

কেউই নিখুঁত নয়। কেউ বেশি লম্বা কেউ খাটো, কেউ অতিরিক্ত মোটা কেউ আবার খুব চিকন, কারো নাক বড় তো কারো ছোট, কেউ বাচাল কেউ আবার মিতভাষী, কারো মেজাজ গরম কারো ঠাণ্ডা, কেউ খুব কালো বর্ণের তো কেউ ফর্সা বর্ণের, কেউ বেশি খায় কেউ কম, এভাবে আরো অনেক বলা যায়। বেশিরভাগ মানুষের মাঝেই এরকম কোনো না কোনো দোষত্রুটি আছে। প্রত্যেকেই চায়– তার সঙ্গী হবে একেবারে নিখুঁত। এমন আশা করা আসলে অবান্তর।

নিজের স্বামীকে নিখুঁত মনে করে এমন কোনো মহিলা বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ তার স্বামীর দোষত্রুটি অন্বেষণ করলে নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো দোষ খুঁজে পাবেই। অনেক মহিলা আছে– যারা স্বামীর মাঝে সামান্য একটি দোষ পেলেই সে ব্যাপারে এত অতিরঞ্জন করে, যা অসহ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই দোষ তখন স্বামীর সকল যোগ্যতাকে ছাপিয়ে যায়। এসব মহিলা সবসময় অন্য পুরুষের সাথে তাদের স্বামীর তুলনা করে। তারা কল্পনায় এমন এক আদর্শ পুরুষ তৈরি করে রেখেছে, যার গুণাগুণ তাদের স্বামীর সাথে মিলে না।

এভাবে বিয়ে করে কী পেলো আর কী পেলোনা সেটা নিয়ে শুধুই অভিযোগ করে যায়। এরা এক সময় নিজেদেরকে দুর্ভাগা আর ব্যর্থ ভাবতে থাকে, যা তাদেরকে ধীরে ধীরে হিংসুক ও রাগী বানিয়ে দেয়। একজন নারীর এহেন আচরণ তার স্বামীর উপর কী প্রভাব ফেলে? হয়ত

তার স্বামী খুবই ধৈর্যশীল, সে তার সমস্ত রাগ ও দুর্ব্যবহার সহ্য করে নেয়। কিন্তু মনে মনে সে অপমান বোধ করে। স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠে। ফলে তারা তর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরস্পরের দোষ-ত্রুটি বড় করে দেখা শুরু করে। একে অপরের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয় এবং তাদের জীবন রেশারেশিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অতঃপর হয়তো কষ্ট করে একসাথে জীবনযাপন করে নয়তো তালাকের পথ বেছে নেয়। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের দুজনেরই ক্ষতি। দ্বিতীয় বিয়ের পর যে পরিস্থিতি ভিন্ন হবে সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে– কিছু নারী একেবারেই বিবেকহীন আর তাদের মূর্খতার উপর একগুঁয়ে। এরা তুচ্ছ বিষয় নিয়েও পারিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। নিচে এই জাতীয় নারীদের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো–

"এক নারী স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। কারণ– তার স্বামী থেকে নাকি দুর্গন্ধ আসে। এই সমস্যার সমাধান না হলে সে বাড়িতে ফিরবে না বলে জানিয়ে দেয়। স্বামীর অনুরোধের ভিত্তিতে আদালত তাদেরকে পুনরায় মিল করে দেয় এবং স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে আসে। যখন তারা বাসায় পৌছায় মেয়েটি তখনও ঐ দুর্গন্ধ পেতে থাকে। তাই সে অন্য রুমে চলে যায়। এভাবে চলতে থাকায় একপর্যায়ে তার স্বামী পাগল হয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে।"

"একজন মহিলা দন্তচিকিৎসকের স্বামী তার তিন বছর পরে স্নাতক পাস করার কারণে সে স্বামীকে তালাক দিয়ে দেয়। কারণ স্বামী নাকি তার যোগ্য নয়।"

"একজন মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করার কারণ ছিলো, তার স্বামী মেঝেতে বসে হাতে নিয়ে খাবার খেতো, প্রতিদিন শেভ করতো না, আর অন্যদের সাথে সামাজিকভাবে চলতো না।"

অবশ্যই সব মেয়েরা এই রকম না। অনেকেই আছে যারা বেশ বুদ্ধিমতি, বাস্তববাদী এবং যথেষ্ট সচেতন। তারা স্বামীর দুর্বলতার ব্যাপারে অতিরঞ্জণ করে বৈবাহিক জীবন ও সুখ-শান্তিকে বিপর্যস্ত করে না।

হে বোন! তোমার স্বামীও তোমার মতোই একজন মানুষ। সে হয়তো নিখুঁত নয়, কিন্তু তার অনেক যোগ্যতা থাকতে পারে। যদি বিয়ের সময় তুমি ও তোমার পরিবার রাজি হয়ে থাকো, তাহলে তোমার স্বামীর দুর্বলতা খুঁজতে যেও না। তার ছোট ছোট ত্রুটিগুলোকে বড় করে দেখো না। তাকে এমন আদর্শ পুরুষের সাথে তুলনা করো না, যাকে তুমি নিজের মনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছো। তোমার স্বামীর মধ্যে কিছু দোষ থাকতে পারে, যা অন্যের মাঝে নেই। তবে তোমার মনে রাখতে হবে যে- অন্য পুরুষদের মধ্যে অন্যান্য ত্রুটি থাকতে পারে, যা তোমার স্বামীর মাঝে নেই। তার যেসব যোগ্যতা আছে তার উপর সন্তুষ্ট থাকো। ফলস্বরূপ তুমি দেখতে পাবে যে- তার গুণাবলী তার দোষ-ত্রুটিকে ছাড়িয়ে যাবে।

তাছাড়া তুমি নিজে যেখানে নিখুঁত নও সেখানে কেন একজন নিখুঁত স্বামী পাওয়ার স্বপ্ন দেখো। তুমি যদি নিজেকে নিখুঁত মনে করে গর্বিত হও তবে অন্যকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার মাঝেও দুর্বলতা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

> অর্থ : "তোমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করছো কিন্তু অন্তরে ঈমান নেই, তারা মন দিয়ে শোনো, মুসলমানের সমালোচনা করো না, তাদের দোষ খুঁজতে যেয়ো না, যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ তাআলা তার দোষ খোঁজেন। আর আল্লাহ যার দোষ খোঁজেন সে নিজের ঘরে বসে থেকেও লাঞ্ছিত হয়।"[২৩]

[২৩] সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ১৮৭৪।

তুচ্ছ জিনিসকে কেন তুমি অতিরঞ্জিত করবে? সামান্য কিছুর জন্য কেন তুমি তোমার জীবন ধ্বংস করবে? বুদ্ধিমান হও। অসার, মূর্খ হয়ো না। তোমার স্বামীর দোষত্রুটি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করো। আর কখনোও তার সামনে বা অগোচরে এসব নিয়ে আলোচনা করো না। পরিবারে আন্তরিক একটি পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করো এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামত উপভোগ করো।

যাই হোক– হয়ত তোমার স্বামীর চরিত্রে এমন কিছু দোষ থাকতে পারে, যা তুমি সংশোধন করে দিতে পারো। যদি তা হয় তবে ধৈর্যধারণ করে ও সতর্ক আচরণের মাধ্যমে তুমি সফল হতে পারবে। তার সমালোচনা করা ও তার সাথে ঝগড়া করা তোমার জন্যে উচিত নয়। বরং তোমার উচিত হলো– তাকে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলা।

* * *



স্বামীকে নিয়েই সুখে থাকুন

হে বোন! তোমার স্বামী ছাড়া অন্য কারও দিকে নজর দিও না। বিয়ের আগে হয়তো তোমার আরও অনেক প্রস্তাব ছিল। হয়তো ঐ প্রস্তাবগুলো ছিলো সুন্দর, শিক্ষিত, সম্পদশালী ছেলেদের পক্ষ থেকে, যাদেরকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে। বিয়ের আগে এরকম আশা করা, স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক ছিল। তবে এখন তুমি তোমার জীবন সঙ্গী বেছে নিয়েছো এবং তার সাথে সারা জীবন একত্রে থাকার জন্য একটি পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষর করেছো। তাই এখন অতীতের সবকিছু ভুলে যাও। অবশ্যই এখন তোমার উচিৎ অতীতের সব ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও বিয়ের সেই সব প্রস্তাব ভুলে যাওয়া।

নিজের স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পুরুষকে ভেবো না। স্বামীকে নিয়েই সুখে থাকো। তুমি যদি তা না করো তবে নিজেই নিজেকে চাপে ফেলে দিবে। যেহেতু তুমি তোমার স্বামীর সাথে সংসার করতে রাজি হয়েছো, তাহলে কেন এখন অন্য পুরুষের দিকে মনোযোগ দিবে? কেন তাকে অন্য ছেলেদের সাথে তুলনা করবে? নিজেকে কষ্ট দেওয়া এবং নিজের মানসিক যন্ত্রণা বাড়ানো ছাড়া অন্য পুরুষদের দিকে তাকিয়ে তুমি কী আর অর্জন করতে পারবে?

যে তার চোখকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়, সে সর্বদা কষ্টে থাকে আর স্থায়ীভাবে হিংসা-বিদ্বেষের মধ্যে আটকা পড়ে; এটাই স্বাভাবিক। অন্য পুরুষদের দিকে তাকিয়ে এবং তোমার স্বামীকে তাদের সাথে তুলনা করে তুমি

হয়তো এমন এক ব্যক্তির সন্ধান পাবে যার মাঝে তোমার স্বামীর দোষগুলো নেই। তুমি তখন ভাবতে পারো ঐ ব্যক্তি নিখুঁত। কারণ তার দোষত্রুটি কোথায় তুমি তা জানো না। তারপর তুমি নিজের বিয়েকে একটি ব্যর্থতা হিসেবে ধরে নিতে পারো; যা তোমাকে ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে।



"আঠারো বছরের এক মেয়েকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। যে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। মেয়েটি পুলিকে জানায়, বিয়ের তিন বছর পর এক সময় তার কাছে মনে হয়েছে, সে তার স্বামীকে ভালোবাসে না। মেয়েটি বলে– *'আমি প্রায়ই আমার স্বামীর চেহারা অন্য পুরুষের সাথে তুলনা করতাম আর ওর সাথে বিয়ে হওয়ায় আফসোস করতাম।"*

হে বোন! তুমি যদি তোমার বৈবাহিক জীবন স্থায়ী করতে চাও, যদি মানসিক অশান্তি থেকে বাঁচতে চাও, যদি একটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাও, তাহলে স্বার্থ ও অর্থের মোহের পেছনে ছোটা বন্ধ করো। কখনো অন্য পুরুষের প্রশংসা করো না। নিজের স্বামী ছাড়া অন্যলোককে নিয়ে ভেবো না। মনে মনে এমন আফসোস করো না, *'হায়, আমার যদি অমুকের সাথে বিয়ে হতো! আমার স্বামী যদি অমুকের মতো সুদর্শন হতো! হায়, আমার স্বামী যদি এমন ভালো একটা চাকুরী করতো! হায় এটা, হায় ওটা!*

কেন? কেন নিজেকে এসব চিন্তার মাঝে বন্দী করে রাখছো? কেন নিজ হাতে নিজের বৈবাহিক জীবনের ভিত দুর্বল করে দিচ্ছো? ধরো, এসব আকাঙ্ক্ষার কোনোটা সফল হয়ে গেলো; এবার তুমি কি নিশ্চিত যে– এটা আসলেই তোমাকে সুখ এনে দেবে? তোমার কী ধারণা, যেসব পুরুষকে দেখে মনে হয় তাদের সব আছে, কোনো অভাব নেই, তাদের সবার স্ত্রী তাদেরকে নিয়ে খুউব সুখী?

হে বোন! তোমার স্বামী যদি কখনো এটা সন্দেহ করে বসে যে– তুমি অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছো, তাহলে তার মনটা ভেঙ্গে যাবে,

তোমার প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। সাবধান! কখনো কোনো পুরুষের সাথে হাসি-তামাশা, ওঠাবসা ইত্যাদি করো না। পুরুষের মন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাদের স্ত্রী অন্য পুরুষের ছবি দেখে প্রশংসা করবে, এতোটুকুও তারা সহ্য করতে পারে না।

* * *



পর্দা করুন

নারী ও পুরুষের পর্দার ব্যাপারে ইসলামে কতোগুলো বিধান রয়েছে, যা উভয়ের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। আবার এমন কতোগুলো বিধান রয়েছে যা বিশেষভাবে নারীর জন্যে প্রযোজ্য। কেননা– নারী জাতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কোমল, সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে। প্রকৃতিগতভাবেই তারা মুগ্ধকর, আকর্ষণীয়, পছন্দনীয় ও ভালোবাসার পাত্রী।

স্বামী চায় স্ত্রীর মধুরতা, ভালোবাসা, রংঢং, সৌন্দর্য্য, হাসি-তামাশা, রসিকতা ইত্যাদি শুধুমাত্র সে-ই উপভোগ করবে। স্ত্রী অন্য পুরুষদের থেকে এসব লুকিয়ে রাখবে। পুরুষের মানসিক প্রকৃতিই এমন; এরা নিজের স্ত্রীর দিকে অন্যলোকের তাকানোটাও সহ্য করতে পারে না। তার স্ত্রীর সাথে অন্য লোকের ঘনিষ্ট সম্পর্ককে নিজের অধিকারের উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করে। সে চায় তার স্ত্রী ইসলামী পর্দা পালন করুক, নারীর জন্যে ইসলামের সংবিধিবদ্ধ পোষাক পরিধান করুক।

একজন মুসলমান নারী ইসলামের আচার আচরণ ও নিয়ম-কানুন পালনের মাধ্যমে তার স্বামীর আইনগত অধিকার রক্ষা করে। যেকোনো সৎ পুরুষেরই স্ত্রীর এ ধরনের গুণাবলির প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকবে। নারীর সামাজিক আচার আচরণ যদি ইসলামিক আচার-নীতির ওপর গড়ে ওঠে

তবে সে তার স্বামীকে মানসিকভাবে শান্তিতে রাখতে পারবে। তখন তার স্বামী পরিবারের জন্যে রোজগার করতে আগ্রহ পাবে, স্ত্রীর প্রতি অধিক ভালোবাসা দেখাবে। এসকল স্বামীরা পর-নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

অপরদিকে যে পুরুষের স্ত্রী ইসলামের পর্দার বিধান পালন করে না, নিজের সৌন্দর্য্য পরপুরুষকে দেখিয়ে বেড়ায় এবং তাদের সাথে চলাফেরা করে, সে সকল স্বামীগণ মারাত্মকভাবে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। সে মনে করে যে– স্ত্রী তার অধিকার নষ্ট করছে। এই সকল স্বামীগণ সব সময় মর্ম-যাতনা ও হতাশায় ভোগে এবং আস্তে আস্তে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে।

সুতরাং সমাজ ও নারীজাতির কল্যাণের স্বার্থে নারীকে শালীন পোষাক পরিধান করতে হবে। লোকসমাজে সাজসজ্জাবিহীন অবস্থায় চলাফেরা করতে হবে। নিজের সৌন্দর্য্য, শোভা অপরের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হবে।

পর্দা পালন করা ইসলামের একটি গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

> *অর্থ :* "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন– তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং যেন তাদের স্বামী, পিতা, পুত্র, শ্বশুর, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও যে সকল বালক নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[২৪]

[২৪] সূরা নূর : ৩১।

সমাজে পর্দা করে চললে নারীজাতি নিজেরাই বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে। যেমন–

প্রথমত– এর মাধ্যমে একজন নারী সামাজিক মর্যাদা ও অভ্যন্তরীন মূল্যবোধকে উত্তমভাবে সংরক্ষণ করতে পারে। নিজেদেরকে স্রেফ প্রদর্শনীয় পণ্য হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয়ত– স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার কার্যকর প্রমাণ পেশ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে, পরিবারে একটি আন্তরিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। অসুস্থ পরিবেশ ও ঝগড়াঝাটি রোধ করা সম্ভব হয়। সংক্ষেপে বললে এধরনের মহিলারা স্বামীর মন জয় করতে পারে এবং পরিবারে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

তৃতীয়ত– ইসলামি পর্দাপ্রথা পালনের মাধ্যমে অবৈধ কুদৃষ্টি বন্ধ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে ঝগড়া ফাসাদ বন্ধ হয় ও পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তি মজবুত হয়। ফলে পারিবারিক অঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে।

চতুর্থত– মহিলারা যদি যথাযথভাবে পর্দা পালন করে তবে যুবসমাজ ভুল পথে যাওয়া থেকে বাঁচবে। তাদের চরিত্র সংরক্ষিত থাকবে, এতে নারীরও উপকার হবে।

পঞ্চমত– সকল মহিলা যদি সঠিক পর্দা পালন করে তবে স্ত্রীরা সবাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে যে– ঘরের বাইরে গেলে তার স্বামী কোনো দুশ্চরিত্রার প্রতি আকৃষ্ট হবে না এবং পরিবারের প্রতি মনোযোগ হারাবে না।

ইসলাম নারীজাতির সৃষ্টিগত বিশেষ প্রকৃতির ব্যাপারে সচেতন। সেই সাথে নারীকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবেও বিবেচনা করেছে এবং তার উপর বেশ কিছু দায়িত্বও আরোপ করেছে। ইসলাম চায় নারী পর্দা রক্ষা করে তার সামাজিক দায়িত্বগুলো পালন করুক। এতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। দীর্ঘ মেয়াদি স্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও নিরাপত্তা রক্ষা হবে। জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত হবে। তবে একজন নারী অবশ্যই তার সবচেয়ে

বড় পুরস্কার লাভ করবে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মীয় দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে।

সম্মানিতা বোন!

তুমি যদি পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চাও, তুমি যদি নারী অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হও, যদি যুবকদের মানসিক সুস্থতার ব্যাপারে যত্নশীল হও এবং তাদের নৈতিক অধঃপতন রোধ করতে চাও, যদি বখাটেদের থেকে নারীর অসম্মান রোধ করতে চাও, সর্বোপরি যদি একজন বিশ্বাসী ও ত্যাগী মুসলিম হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও, তবে তোমাকে ইসলামী পর্দা পূর্ণভাবে পালন করতে হবে। স্বীয় সৌন্দর্য্য নন মাহরামদের সামনে প্রদর্শন করো না। এটা নিজের ঘরে শুধু মাহরামদের সামনেই কেবল প্রকাশ করো। তোমাকে পর্দা করতে হবে স্বামীর ভাই ও তাদের ছেলেদের সামনে, পর্দা করতে হবে খালু, ফুফা, খালাতো, চাচাতো, মামাতো ও ফুফাতো ভাইদের সামনে। তাদের সামনে ইসলামি পর্দা অনুযায়ী কাপড় না পরা গুনাহের কাজ এবং তাতে তোমার স্বামীর মন খারাপ হতে পারে। যদিও সে হয়তো কখনো তা উল্লেখ করবে না। একজন নারীর জন্য তার শ্বশুর, আপন ভাই ও তার ভাগ্নের সামনে ঐভাবে পর্দা করার প্রয়োজন নেই। তবে উত্তম হলো সে তাদের সামনেও একটি নির্দিষ্ট ইসলামী পর্দা মেনে চলবে। অর্থাৎ একজন নারী তার স্বামীর সামনে নিজেকে যতটা আকর্ষণীয় করবে, উপরোক্ত আত্মীয়দের সামনে ততটা করা উচিত হবে না। কারণ বেশিরভাগ পুরুষ চায় না, তার স্ত্রী অন্য ছেলের সামনে সাজবে বা আকর্ষণীয় কাপড় পরবে। আর এটা ভুলে গেলে চলবে না যে– মানসিক শান্তি এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বাস একটি পরিবার টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরী।





আপনার স্বামীর ভুল ক্ষমা করুন

দুজন ব্যবসায়িক অংশীদার, দুজন প্রতিবেশী, দুজন সহকর্মী, দুজন বন্ধু, বিশেষত স্বামী ও স্ত্রীর একে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া জরুরী। যদি কোনো পরিবারের সদস্যরা ক্ষমাশীল না হয় এবং একে অপরের ভুল অন্তরে ধারণ করে রাখে, তবে হয় পরিবারটি আলাদা হয়ে যাবে নয়তো তারা একটি অসহনীয় জীবন যাপন করবে।

প্রিয় বোন! আপনার স্বামী ভুল করতে পারেন। তিনি হয়তো আপনাকে অপমান করতে পারেন, আপনাকে গালাগালি করতে পারেন, মিথ্যা বলতে পারেন, আপনাকে আঘাত করতে পারেন। এই ধরনের কাজ যে কোনোও লোক দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

যদি আপনার স্বামী কোনো ভুল করার পরে এটির জন্য অনুশোচনা করে, বা আপনি মনে করেন যে– তিনি নিজের অসদাচরণের জন্য অনুতপ্ত, তবে তাকে ক্ষমা করুন এবং বিষয়টি মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

যদি তিনি অনুতপ্ত হোন কিন্তু তা প্রকাশ করতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে তার ভুলগুলো টেনে এনে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অন্যথায় সে নিজে অপমাণ বোধ করতে পারে এবং আপনার ভুলগুলিও তুলে এনে তার শোধ তুলতে পারে। ফলস্বরূপ একটি বড় অশান্তির সূচনা হতে পারে।

সুতরাং যতক্ষণ না সে নিজের বিবেক থেকে নিজেকে নিন্দা করে, এবং নিজে থেকেই অনুশোচনা বোধ করতে শুরু না করে, ততক্ষণ আপনার পক্ষে চুপ থাকা ভালো। তারপরে তিনি আপনাকে জ্ঞানশীল এবং অনুগত স্ত্রী হিসাবে মূল্যায়ন করবে, যিনি তার স্বামী এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "তোমরা সম্মানীয় লোকদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো।"[২৫]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> অর্থ : "কোনো মুসলমান ক্ষমা চাওয়ার পরও যে ক্ষমা করে না, সে আর অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়কারী কেয়ামতের দিন সমান গুনাহগার সাব্যস্ত হবে।"[২৬]

এটা কি দুঃখজনক নয় যে– একটি পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্ক ভঙ্গ হচ্ছে শুধুমাত্র একজন মহিলা তার স্বামীর ভুলগুলো ক্ষমা করতে প্রস্তুত না হওয়ায়?

* * *

[২৫] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৫৪৭৪, আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৩৭৫, সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং : ৭২৫৩।

[২৬] আবু দাউদ মারাসিল, হাদিস নং : ৫২১; ইবনে মাজা, হাদিস নং : ৩৭১৮।



আপনার স্বামীর আত্মীয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখুন

আপনার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে রেষারেষিই আপনার পারিবারিক জীবনের অন্যতম সমস্যা। স্বামীর মা, বোন বা ভাইদের সাথে কিছু মহিলার ভালো সম্পর্ক থাকে না। একদিকে স্ত্রী তার স্বামীর উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে চায়, যাতে সে তার মা-বা অন্য কোনো আত্মীয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে না পারে। সে তাদের মধ্যে বিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। অন্যদিকে তার শাশুড়ী নিজেকে তার পুত্র এবং পুত্রবধূর অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করে। মা তার পুত্রের ওপর কর্তৃত্ব বহাল রাখতে কঠোর চেষ্টা করে এবং সতর্ক থাকে যে– নতুন পুত্রবধু যেনো তাকে পুরোপুরি অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে। তিনি তার পুত্রবধূ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারেন বা তার মধ্যে দোষ খুঁজে বের করতে পারেন। এই জাতীয় কর্মকাণ্ড বাহিরের অনেক অশুভাকাঙ্ক্ষী দ্বারাও ঘটতে পারে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে যদি তারা সবাই একই বাড়িতে থাকে।

যদিও এখানে দুজন মহিলার মধ্যে এ রেষারেষি হয়ে থাকে তবুও মাঝখান থেকে আসলে অশান্তি এবং হতাশা পুরুষকে ভোগায়। স্বামী এমন একটি দোটানায় আটকে পড়ে যেখানে সে কোনো পক্ষ নিতে পারে না। একদিকে হলেন– তাঁর স্ত্রী; যিনি অন্য কারো কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চান। একজন স্বামী স্বাভাবিকভাবেই মনে

করেন যে– তাকে অবশ্যই তার স্ত্রীকে সমর্থন করতে হবে এবং তাকে খুশি রাখতে হবে। অন্যদিকে তিনি তার পিতামাতার কথাও চিন্তা করেন; যারা তাকে তাঁর জীবন, শিক্ষা এবং তাঁর প্রতিপালনের জন্য তাদের নিজের জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি অনুভব করেন যে– তার বাবা-মা আশা করেন; সে তাদের প্রয়োজনের সময় তাদের সহায়তা করবে এবং তাদের ত্যাগ করা মোটেও সম্ভব না। তদুপরি যদি তিনি নিজেই কোনো কিছুর অভাব বোধ করেন তবে তার বাবা-মা ছাড়া আর কে তাকে এবং তাঁর পরিবারকে সহায়তা করবে? যার ফলে, তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর সেরা এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু তার বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং একজন বিচক্ষণ পুরুষের জন্য তার স্ত্রীকে বেছে নেওয়া এবং পিতামাতাকে ত্যাগ করা বা তদ্বিপরীত করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যদিও বা এগুলির কোনোটিই সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ, তাকে উভয় পক্ষকেই সামলাতে হয় এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়, যা একটি কঠিন কাজ।

পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলার একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হলো– স্ত্রীকে কর্তব্যশীল এবং বিচক্ষণ হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি তার সমস্যা সমাধানে তার স্ত্রীর সহায়তা পাবার প্রত্যাশা করে। যদি স্ত্রী তার শাশুড়িকে সম্মান করে, তার কাছ থেকে পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তার সাথে আনুগত্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তবে শাশুড়ি তার সবচেয়ে বড় সমর্থক হবে।

আপনি কি এটা বুঝতে পারেন না যে– জীবনের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে একে অপরের; বিশেষত আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে? অন্যরা আপনাকে পরিত্যাগ করলেও তারা আপনাকে সমর্থন করবে? একে অপরকে বোঝা এবং ভালো আচরণের মাধ্যমে নিজের আত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা ভালো নয় কি? নিজের কাছের সম্পর্ক ছিন্ন করে অপরিচিত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা কী আসলেই বুদ্ধিমানের কাজ এবং ভালো কাজ? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে– যখন কারো অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন বন্ধুরা তাকে

ছেড়ে যায়। তবে পরিত্যাগ করা আত্মীয়রা তার সাহায্যের জন্য আসে। কারণ পারিবারিক বন্ধন অকৃত্রিম এবং এটা সহজে ভাঙ্গা যায় না।

কেউ কখনও আত্মীয়-স্বজন ছাড়া কিছুই করতে পারে না। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অনেক থাকলেও সবারই সময় মতো আত্মীয়-স্বজনের সম্মান ও দয়ার প্রয়োজন হয়। তারাই শারীরিক ও মানসিকভাবে আপনাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে। আত্মীয়রাই সর্বদা আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধারে এগিয়ে আসবে। প্রয়োজনের সময় তারা অন্যের চেয়ে দ্রুত আপনার সহায়তায় আসবে। যে তার স্বজনদের অস্বীকার করবে সে অনেক সাহায্যকারী হাতছাড়া করবে।

হে বোন! আপনার স্বামীর এবং আপনার নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপনার আশেপাশের ভালো শুভাকাঙ্ক্ষীদের খুঁজে নিন। আপনার স্বামীর আত্মীয়দের সাথে মিশুন। স্বার্থপর এবং বোকা হবেন না; জ্ঞানী হোন এবং আপনার স্বামীকে যাতে কোনোও সমস্যায় পড়তে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একজন উত্তম ও অনুগত স্ত্রী হোন।

* * *



স্বামীর পেশাকে সম্মান করুন

কাজের জন্যে আপনার স্বামীর প্রতিনিয়ত কষ্ট করতে হয় এবং প্রত্যেকেরই কাজের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ: একজন ড্রাইভার বেশিরভাগ সময় রাস্তায় থাকেন এবং প্রতি রাতে বাড়িতে আসতে পারেন না। আবার পুলিশকে কিছু রাত বাহিরে থাকতে হতে পারে। একজন চিকিৎসক বা ডাক্তার পরিবারের সাথে খুব কম সময় কাটাতে পারেন। একজন প্রভাষক বা বিজ্ঞানী রাতে প্রচুর পরিমাণে পড়াশুনা করেন। একজন মিস্ত্রি, যার পোশাক নোংরা এবং তেলের গন্ধযুক্ত। একজন কারখানার কর্মী, যে রাতে কাজ করেন। অতএব, খুব কমই এমন চাকরী রয়েছে; যা পুরোপুরি সুবিধাজনক এবং পরিবারের সদস্যরা কোনো অস্বস্তি পোষণ করে না। পরিশ্রমের চেয়ে জীবনে সৎভাবে উপার্জনের আর কোনো উত্তম উপায় নেই। পুরুষরা কঠোর পরিশ্রমের চাপ সইতে হয় সারাজীবন।

আরও একটি সমস্যা রয়েছে– যা বেশির ভাগ পরিবারের অভিযোগ। মহিলারা সাধারণত তাদের পুরুষদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করেন এবং অন্ধকার হয়ে গেলে তারা তাদেরকে বাড়িতে দেখতে পছন্দ করেন। মহিলারা চান যে– তাদের স্বামীদের মোটা বেতনের একটি ভালো চাকরি থাকুক এবং একইসাথে ঘরে থাকার জন্য পর্যাপ্ত সময় চান। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, বেশিরভাগ পুরুষের চাকরি তাদের স্ত্রীর প্রত্যাশা অনুসারে হয় না এবং কিছু পরিবারের জন্যে এটি ঝগড়া এবং তর্কের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

একজন ড্রাইভার যিনি কয়েক রাত ধরে রাস্তায় ছিলেন, যিনি ভালো ঘুমোতে পারেননি এবং নিয়মিত খাননি, তিনি বিশ্রাম নিতে এবং পরিবারের সাথে শান্তিতে এবং আরামে সময় কাটাতে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করেন। এরপর যখন তার স্ত্রী এক মুহূর্তও দেরি না করে চিৎকার ও কান্নাকাটি করে বলে– *"এটা কেমন জীবন? আপনি আমাকে এই বাচ্চাদের সাথে কেন রেখে যান, এবং আপনি কোথায় ছিলেন? এখানকার সমস্ত কাজ আমার একাই করতে হয়। কারণ আপনি এখানে আমাকে সহায়তা করার জন্য নেই ও আমি এই দুষ্টু ছেলেমেয়েদের নিয়ে হয়রান। এমনকি আপনার গাড়ি চালানোও কোনো ভালো কাজ নয়। হয় আপনি চাকরী পরিবর্তন করুন অথবা আমার সাথে একটা বিহিত করুন। আমি আর এভাবে বাঁচতে পারছি না!"*

বেচারা ড্রাইভার তার স্ত্রীর মুখে এসব শুনে সে তার কাজের প্রতি সঠিকভাবে মনোনিবেশ করতে পারবে তা আশা করা যায় না এবং হয়তোবা তার জীবনকেও বিপদের মুখে পতিত করতে পারে। একই সাথে তার যাত্রীদের জীবনও বিপদাপন্ন করতে পারে।

একজন ডাক্তার; যিনি সকাল থেকে রাত অবধি অনেক অনেক রোগী দেখেন; তিনি তার স্ত্রীর এইরকম অভিযোগের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন না। এভাবে হলে তিনি কীভাবে তার চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখবেন? একজন শ্রমিক যে কিনা রাতের শিফটে কাজ করেন, এবং তার স্ত্রী যদি কুটবুদ্ধি সম্বলিত মহিলা হয় তবে সে অবশ্যই আগ্রহের সাথে নিজের চাকরিতে মনোনিবেশ করতে পারবে না। একজন বিজ্ঞানী কীভাবে তার গবেষণার ক্ষেত্রে সফল হতে পারেন যদি তার স্ত্রী তাকে নিয়ে ক্রমাগত হাসি-ঠাট্টা করে? এগুলি সেই অভিক্ষা যা বুদ্ধিমান মহিলাদেরকে বোকা মহিলাদের থেকে পৃথক করে।

প্রিয় বোন! আমরা আমাদের ইচ্ছানুরূপ বিশ্বকে পরিচালিত করতে পারবো না, তবে আমরা বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবো। পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য আপনার স্বামীর একটি

চাকরি থাকা দরকার। তার চাকরির কিছু শর্ত রয়েছে; যার সাথে আপনাকে অবশ্যই মানিয়ে নিতে হবে। আপনাকে অবশ্যই আপনার পারিবারিক জীবনকে তার কাজ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। আপনি কেন সবসময় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর কাজের দোষ খুঁজে বেড়াবেন? সুন্দর হাসি দিয়ে আপনার স্বামীকে ঘরে স্বাগত জানান এবং তার প্রতি দরদী হোন, বুদ্ধিমান হোন এবং তার কাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিন। যদি আপনার স্বামী একজন ড্রাইভার হয়ে থাকেন যে– বেশিরভাগ সময় রাস্তায় থাকে তবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে– তিনি বাড়িতে থাকা আপনার জন্য এবং আপনার বাচ্চাদের জন্য টাকা রোজগারের চেষ্টা করছেন। তার চাকরিতে কোনো ভুল নেই। তিনি সমাজের একটা অংশ এবং তার সেরাটা দিয়ে তিনি সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন। তিনি যদি অলস ব্যক্তি হতেন বা তিনি যদি কোনোও অপকর্মে নিযুক্ত থাকতেন তবে কি আরও ভালো হত?

সুতরাং! দোষটি কিন্তু আপনার স্বামীর না। দোষটি আপনারই। প্রতি রাতেই তাকে বাড়িতে থাকার দাবী করা এবং সাথে সাথে আপনার নিজেকে তার বর্তমান অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পারা বা খাপ খাইয়ে নিতে না চাওয়াটাই আপনার দোষ।

তার বর্তমান পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে সবাইকে নিয়ে আরও আরামে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? আপনি কি পারেন না তাকে হাসি মুখে স্বাগত জানাতে এবং কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তাকে ভালোবাসার দু-চারটি কথা বলে বিদায় জানিয়ে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহী করতে? আপনি যদি তার সাথে কোমল আচরণ করেন তবে পরিবারের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তিনি পরিবারের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে পারবেন। তিনি আপনাদের থেকে নিজেকে দূরে দূরে রাখবেন না; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে আসার চেষ্টা করবেন; তিনি দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকবেন এবং মানসিকভাবেও সুস্থ থাকবেন।

যদি আপনার স্বামী একটি নাইট শিফট কর্মী হোন তবে পরিবারের খরচ মেটাতে তিনি তার রাতের আরামের ঘুম বিসর্জন দিচ্ছেন। এর সাথে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করুন। তার চাকরীতে আপনার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন না। আপনি যদি একা বিরক্তি বোধ করেন, তবে আপনি কিছু কিছু বাড়ির কাজ করে ফেলতে পারেন। যেমন, রাতে সেলাই করা বা মাঝে মাঝে কিছু বইপত্র পড়া। সকালে আপনার স্বামী যখন কাজ থেকে ফিরে আসবে তখন তার জন্য সকালের নাস্তা তৈরি করুন। তারপর শান্ত জায়গায় তার জন্য বিছানা প্রস্তুত করুন। বাচ্চাদের শান্ত রাখুন এবং ঘুমানোর সময় তাদের পিতাকে বিরক্ত না করতে শিখিয়ে দিন। বা আপনি রাতে কম ঘুমাতে পারেন যাতে আপনি দিনের বেলা আপনার স্বামীর সাথে একসাথে বিশ্রাম নিতে পারেন। তবে ভুলে যাবেন না যে তিনি সারা রাত জেগে ছিলেন এবং দিনের বেলা তাঁর এই ঘুম আপনার রাতের ঘুমের সমান। এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের দু'ভাবে তার কাজকর্মের আয়োজন করতে হয়, একটি তার এবং তার সন্তানদের জন্য এবং অপরটি তার স্বামীর জন্য। যদি আপনার স্বামী ড্রাইভার, ডাক্তার, কর্মী বা বিজ্ঞানী ইত্যাদি হোন তবে আপনাকে অবশ্যই তার জন্য গর্বিত হওয়া উচিৎ।

আপনার স্বামী কোনো অলস ভবঘুরে নন বা কোনো অপকর্মের পেশায় নিযুক্ত নন। সুতরাং তার প্রশংসা করুন এবং তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করুন। তাকে তার চাকরী ছেড়ে দিতে বলবেন না বা এটা আশা করবেন না যে– সে চাকরী ছেড়ে দিক। শুধু তার বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। তিনি যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করছেন বা গবেষণা করছেন তবে তাকে বিরক্ত করবেন না। আপনি বাড়ির অন্যান্য কাজগুলি করতে পারেন। একটি বই পড়তে পারেন বা তার অনুমতি নিয়ে আপনার বন্ধুদের বা আত্মীয়দের সাথে কোথাও যেতে পারেন বা দেখা করতে পারেন। তবে যখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন; ঘরে থাকার চেষ্টা করুন। তার খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বন্দোবস্ত করুন। আপনার স্বামীকে

হাসিমুখে এবং ভালো আচরণের সাথে গ্রহণ করুন। আপনার দয়া এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন করে এবং তাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আপনি তাকে তার ক্লান্তি ভুলিয়ে দিতে পারবেন।

আপনি যদি একজন ভালো স্ত্রী হোন; তবে আপনি কেবল তার অগ্রগতিকেই ত্বরান্বিত করছেন না, বরং আপনি সমাজে তাঁর সেবার ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। সব স্ত্রীলোকেরাই এই ধরনের পরিশ্রমী পুরুষদের যোগ্য হতে পারে না। সুতরাং ভালো আচরণে এবং ত্যাগ স্বীকার করে প্রমাণ করুন যে আপনি তাঁর যোগ্য।

যদি আপনার স্বামীর কাজের জন্য তাকে এমন বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয় যা দ্রুত ময়লা হয়ে যায়, তবে তা ঘন ঘন ধুয়ে ফেলুন। তাকে দোষারোপ করবেন না এবং তার চাকরির জন্য তাকে খারাপ কথা শোনাবেন না। তাকে চাকরি পরিবর্তন করতে বলবেন না। চাকরি পরিবর্তন করা সহজ নয়। মেকানিক হওয়াটা কি কোনো ভুলের কাজ? যেভাবেই দেখুন না কেন, এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এবং এর কারণে একটা পরিবারকে ভেঙ্গে ফেলা মোটেও উচিত নয়। একজন মহিলা আদালতে বিচারককে বলেছিলেন যে– তার স্বামীর কাজ কেরোসিন বিক্রি করা এবং এর জন্য সে সবসময় খারাপ গন্ধ পেতো এবং এতে সে এই পরিস্থিতিতে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছে।

* * *



স্বামীর সাথেই থাকুন

আপনার স্বামী হয়ত বেসরকারী বা সরকারী খাতের হয়ে কাজ করছেন এবং তাকে অন্য কোনো শহর বা শহরে তার কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিছু লোক এভাবেই অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে বাস করে থাকেন। পুরুষরা এই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য হোন। তবে কিছু মহিলারা তাদের বাবা-মা এবং আত্মীয়দের সাথে থাকতে পছন্দ করেন। এই মহিলারা তাদের রাস্তা, দেয়াল এবং তাদের জন্মভূমির পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং স্বামীর কাজের প্রয়োজনে যখন তাদের জন্মভূমি ছেড়ে যেতে হয় তখন তাদের স্বামীদের দোষারোপ করে এবং অভিযোগ করতে থাকে যে– *'আমার বাড়ি থেকে আমি কেন দূরে থাকব? আমি আর কতক্ষণ আমার বাড়ি এবং আমার বাবা-মা থেকে দূরে থাকব? এই জায়গায় আমার কেউ নেই। আপনি আমাকে এখানে এনেছেন? আমি এখানে থাকতে পারি না; তাই তাড়াতাড়ি এখান থেকে ছাড়া পাবার কথা ভাবুন!'*

স্বামীদের এভাবে বিচলিত করা উচিৎ না। এই মহিলাগুলি এতটাই দুর্বল-মনের অধিকারী যে– তারা মনে করে যে তাদের জন্মস্থানই হচ্ছে বসবাসের জন্য সবচেয়ে উপযোগি। এরা মনে করে যে এরা অন্য কোথাও এদের জীবন উপভোগ করতে পারবে না।

এমনকি মানবজাতি তার নিজের গ্রহের সাথেও সন্তুষ্ট নয়, তাই তারা অন্যান্য গ্রহগুলোতে পা রেখেছে। আপনি এমনও অনেকজন মহিলাকে খুঁজে পাবেন: যিনি এতটাই আপত্তি করবেন যে– তিনি তার শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বসবাস করতেও প্রস্তুত নন। তারা এটা ভাবে যে– *'আমি আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকে রেখে কেনো একটি অপরিচিত জায়গায় যাওয়ার জন্য রাজি হবো?'* বিষয়টা এরকম যে– মেয়েরা নিজের বাড়ি থেকে দূরে অন্য কোনোও জায়গায় গিয়ে নতুন প্রতিবেশী খুঁজে পেতে পারবে কি না তা নিয়েও আত্মবিশ্বাসী নন।

প্রিয় বোন! জ্ঞানশীল এবং আত্মত্যাগী হোন। স্বার্থপর হবেন না, এখন আপনার স্বামীর কাজ আপনাকে নিজের শহর থেকে দূরে নিয়ে গেছে, তাকে এ নিয়ে কোনো জ্বালাতন করবেন না। যদি তিনি একজন সরকারী কর্মচারী হোন তবে কাজের জন্য তার ভ্রমণ করার আদেশ রয়েছে। যদি তার কোনোও ব্যক্তিগত ব্যবসা থাকে; তবে অবশ্যই অন্য কোনোও জায়গায় বসবাস করা তার ব্যবসায়ের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। যদি আপনার স্বামী আপনাকে অবহিত করে যে তাকে অন্য কোনোও জায়গায় থাকতে হবে, তবে আপনার সাথে সাথে একমত হওয়া উচিত। তারপরে তাকে সব গুছগাছ করতে এবং নতুন জায়গায় স্থানান্তর হতে আপনার সহায়তা করা উচিত। যেখানে আপনাকে আপনার নতুন বাড়ি হিসেবে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। এই নতুন বাড়িতে আপনার জীবনকে নিয়ে পরিকল্পনা করুন এবং নিজেকে এর সাথে খাপ খাইয়ে নিন। যেহেতু আপনি এলাকায় নতুন এবং সম্ভবত বাসিন্দাদের আচার আচরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিত নন তাই তাদের সাথে সতর্ক থাকুন। এবং পরবর্তীতে আপনার স্বামীর সহায়তায় এবং তদারকিতে পুণ্যবাণ ও বিশ্বস্ত মহিলাদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করার চেষ্টা করুন।

প্রতিটি জায়গার নিজস্ব স্বতন্ত্রতা রয়েছে। আপনি তার দর্শনীয় স্থানগুলো এবং প্রাচীন স্থাপনাগুলিতে ঘুরে দেখে আয়েশ করতে পারেন। আপনাকে আপনার পরিবারকে অবশ্যই একসাথে রাখতে হবে এবং আপনার স্বামীকে তার কাজে উৎসাহিত করতে হবে। কিছুদিন পরে আপনি যখন আপনার নিজের নতুন বাড়িতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন এটি আপনার

আগের বাড়ির চেয়েও বেশি পছন্দ হতে পারে। আপনি দেখতে পাবেন যে– আপনার নতুন প্রতিবেশীরা আপনার পুরানো প্রতিবেশীদের চেয়ে ভালো। নতুন জায়গায় যদি আপনার পূর্ববর্তী শহরের বিলাসিতাগুলো না থাকে তবে নতুন জীবনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে নিন এবং এর সুবিধাগুলোর সন্ধান করুন। এখানে আপনি সতেজ এবং আরও ভালো মানের খাবার পাচ্ছেন। যদি শহুরে উন্নত রাস্তা না থাকে তবে দেখুন, আপনি বিষাক্ত বাতাস, লোকজন এবং গাড়ির বিকট আওয়াজ থেকে দূরে থাকছেন। আপনার গ্রামের লোকেদের কথা ভাবুন যারা কাদা এবং ইটের তৈরী ঘরে সুখে জীবনযাপন করছেন। তারা শহর জীবনের বিলাসিতা এবং তাদের সুন্দর দুর্গের মতো বাড়িগুলির দিকে কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করে না। তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং বঞ্চনার দিকটা ভেবে দেখুন। আপনি যদি তাদের কোনোভাবে সহযোগীতা করতে পারেন তবে তাতে দ্বিধা করবেন না, এবং আপনার স্বামীকে তাদের সহয়তা করতে অনুপ্রাণিত করবেন। আপনি যদি জ্ঞানী হোন এবং আপনার দায়িত্ব পালন করেন তবে আপনি নতুন জায়গায় স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারবেন। আপনি আপনার স্বামীর উন্নতিতে সহায়ক হতে পারবেন। এইভাবে আপনি একজন সম্মানিত এবং একনিষ্ঠ স্ত্রী হিসাবে পরিচিত হবেন। আপনার স্বামীর সুনজরে থাকবেন এবং মানুষের কাছেও জনপ্রিয়তা অর্জন করবেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলাও আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবেন।

***



যদি আপনার স্বামী বাড়িতে বসে কাজ করেন

যাদের স্বামী বাইরে কাজ করেন তারা সাধারণত বাড়িতে স্বাধীন। কিন্তু কিছু পুরুষ বাড়িতে বসেই কাজ করেন। যেমন– কবি, লেখক কিংবা বিজ্ঞানী, যাদের প্রচুর পরিমাণে পড়া-শোনা করতে হয়। এমন পুরুষদের স্ত্রীরা নিজের বাড়িতে তেমন একটা স্বাধীন নন। আর তাই তাদের জীবনযাপন অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। উল্লেখিত কাজগুলোর জন্য একাগ্রতা, প্রতিভা আর ধীশক্তি আবশ্যক। সুতরাং! এসবের জন্য একাগ্রতা ও নিরবতা দরকার। শান্ত পরিবেশে একঘন্টা কাজ, একটি ব্যস্ত ও কোলাহলময় পরিবেশে বেশ কয়েক ঘন্টার কাজের সমান। বিষয়টি পরিষ্কার। একদিকে স্বামী কাজের জন্য একটি শান্ত পরিবেশ তৈরী করুন আর অন্যদিকে নিজে বাড়িতে মুক্তভাবে নিজের কাজ করার চেষ্টা করুন। যদি কোনো বোন বাড়ির যাবতীয় বিষয়গুলো এমনভাবে সাজাতে পারেন যাতে তাঁর স্বামী নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তবে বলতেই হয় তিনি অবশ্যই একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ সম্পাদন করতে পেরেছেন। এরূপ অর্জন নিশ্চিতভাবে সহজ নয়। বিশেষত– যখন আশপাশে বাচ্চারা থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি অবশ্যই সম্পন্ন করা উচিত। কারণ– কাজে স্বামীর অগ্রগতি এটার উপরই নির্ভর করে। স্ত্রী যদি স্বামীকে সহযোগিতা করেন তবে তিনি তাঁকে একজন সম্মানিত পুরুষে পরিণত করতে পারেন, যিনি স্ত্রী এবং সমাজের কাছে সুনাম অর্জন করবেন। একজন বোন; যার

প্রিয় বোন! একটি বই লেখা, একটি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বা দরকারী প্রবন্ধ লেখা, একটি চমৎকার কবিতা লেখা, একটি মূল্যবান চিত্রকর্ম তৈরি করা, বা বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করা সহজ কাজ নয়। তবে, আপনার নিষ্ঠা এবং সহযোগিতা এটাকে সম্ভব করে তোলে। আপনি কি আপনার বাসনা ত্যাগ করে এবং আপনার জীবনে কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার স্বামীকে তার কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত নন?

* * *

স্বামীর অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হোন

আপনার সহায়তায় তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে উঠবেন আর তখন আপনিই হবেন তার সামাজিক অবস্থানের অংশীদার। আপনার স্বামীর কাজের অগ্রগতি সাধনে আপনি সহায়তা করুন। মানুষ প্রাকৃতিকভাবে সম্ভাব্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম। আমাদের সকলের মধ্যে পরিপূর্ণতা অর্জনের প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান; আর তা অর্জনের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কারো জন্যই কেবল অস্তিত্ব নিয়ে তুষ্ট থাকা এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তাকে অবশ্যই তার জীবদ্দশায় পরিপূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। যদিও অগ্রগতি অর্জনের চেষ্টা করে কিন্তু সকলে সফল হয় না। এজন্য প্রয়োজন উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রচুর পরিশ্রম। তাছাড়া অগ্রগতি অর্জনের জন্য তাকে অবশ্যই এর ভিত্তি প্রস্তুত এবং বাধা অপসারণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

একজন পুরুষের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে তার স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর উন্নতিতে ততটাই সহায়ক হতে পারেন যতটা এর পক্ষে ক্ষতিকারক।

প্রিয় বোন!

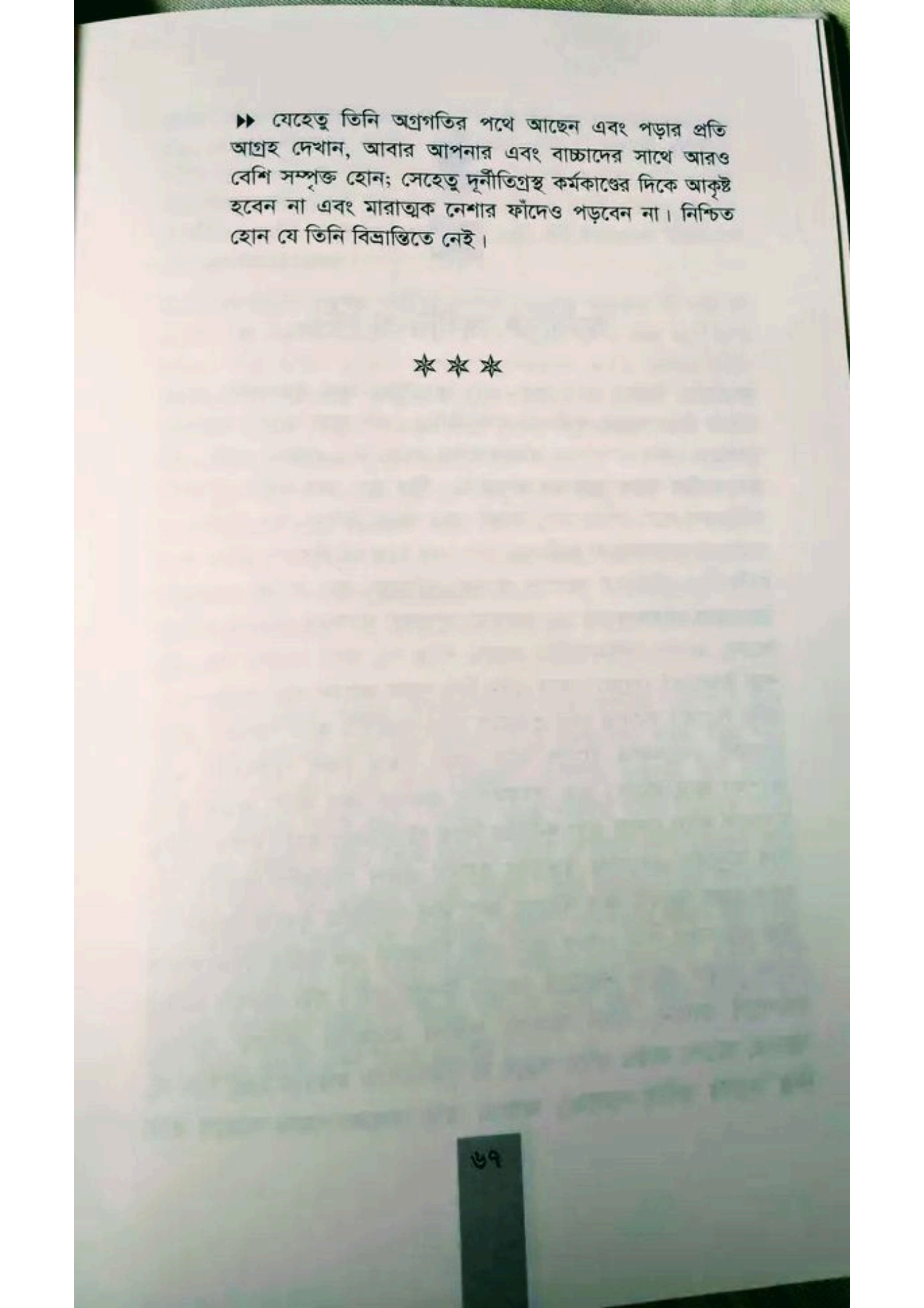
সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহের মাধ্যমে আপনার স্বামীর জন্য একটি ভালো অবস্থানের কথা চিন্তা করুন এবং সেটা অর্জনে তাকে উৎসাহিত করুন। যদি তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী হোন বা পড়া এবং গবেষণার

মাধ্যমে তিনি তার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করতে চান তবে তাকে থামিয়ে দিবেন না। তার সংকল্প পূরণে উৎসাহ দিন। আপনার জীবনকে এমনভাবে সাজান যা তার অগ্রগতির অন্তরায় নয়। বাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে উন্নতি করতে সহায়তা করুন। যদি তিনি নিরক্ষর হোন, তবে তাকে উৎসাহিত করুন এবং নৈশবিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করুন। যদি তিনি শিক্ষিত হোন তবে তাকে আরও বেশি পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করুন। যদি তিনি কোনো হাসপাতালের চিকিৎসক হোন, তবে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক পত্রিকা এবং অন্যান্য নিবন্ধ পড়তে বলুন। যদি তিনি একজন শিক্ষক, প্রকৌশলী বা বিচারক হোন, তবে সেই বিষয় সংক্রান্ত বই এবং নিবন্ধসমূহ পড়তে বলুন। আপনার মনে রাখা উচিত, আপনার স্বামী যেই অবস্থানেই থাকুক না কেন সেখানেই তার অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। সৃষ্টির নিয়মানুসারে যে পথ তার জন্য প্রশস্ত হয়েছে তা হতে তাকে বিচ্যুত হতে দেবেন না। বই পড়তে উৎসাহ দিন। তার ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বাঁধাগ্রস্ত হতে দেবেন না। যদি তিনি বই কেনার বা সংগ্রহ করার সময় না পান তবে আপনার তদারকিতে প্রয়োজনীয় বইগুলো সংগ্রহ করুন। তাকে সেগুলো দিন এবং পড়তে উৎসাহিত করুন। আপনারও বইপত্র এবং কার্যকরী সাময়িকী পড়া উচিত। যদি পড়ার মধ্যে আপনি এমন কোনো নথি খুঁজে পান যা আপনার স্বামীর জন্য দরকারী তবে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করুন। এই ধরণের আচরণের কতক সুবিধা রয়েছে–

- এই ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আপনার স্বামী একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে উঠবেন, যিনি আপনার এবং তার নিজের প্রতি আস্থাশীল হবেন। উপরন্তু, তিনি একজন দীপ্তিমান বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন যার সেবা তার এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে।

- যেহেতু, তিনি অধ্যয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্টির বিধানগুলো মেনে চলছেন, সেহেতু তিনি মানসিক এবং স্নায়ুবিক সমস্যায় আক্রান্ত হবেন না।

▶▶ যেহেতু তিনি অগ্রগতির পথে আছেন এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ দেখান, আবার আপনার এবং বাচ্চাদের সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত হোন; সেহেতু দূর্নীতিগ্রস্থ কর্মকাণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হবেন না এবং মারাত্মক নেশার ফাঁদেও পড়বেন না। নিশ্চিত হোন যে তিনি বিভ্রান্তিতে নেই।



স্বামী বাড়িতে বসে কাজ করেন, তার জন্য স্বামীর কাছে বাচ্চা সামলানো, দরজা খুলে দেওয়া, রান্নাঘর বা গৃহকর্মে সাহায্য করা, বাচ্চাদের শাসন করা; এসব আশা করা উচিত নয়; বরং তিনি যখন কাজ করেন তখন এটা মনে করা উচিত যে– তিনি বাড়িতে নেই।

প্রিয় বোন! যখন আপনার স্বামী অধ্যয়ন কক্ষে যেতে চান; তার বই, খাতা-কলম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখুন। একবার তার কক্ষ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেলে তাকে একা ছেড়ে দিন। সেখানে সজোরে কথা বলবেন না এবং বাচ্চাদেরকে শোরগোল করতে দিবেন না। আপনার বাচ্চাদের বাবা যখন কাজ করছেন তখন তাদের শেখান তারা যেন শোরগোল করে না খেলে। নিত্যদিনের বিষয় নিয়ে তার সাথে অহেতুক কথা বলবেন না। টেলিফোনে আপনি সাড়া দিন যখন তাতে কেউ ফোন করে। যদি কেউ তাকে দেখতে বা কথা বলতে চায় তবে তাদের বলুন তিনি ব্যস্ত। তার অবসর সময়ে অতিথিদের সাথে আনন্দ বিনোদন করুন। তিনি কাজে ব্যস্ত না থাকলে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকে আমন্ত্রণ জানান। আপনার আবদারে আপনার সত্যিকারের বন্ধুরা মর্মাহত হবেন না। আপনি যখন আপনার গৃহস্থালির কাজ করছেন, তাকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করুন। তার কাজে বাধা দেবেন না। সম্ভবত, কিছু বোন মনে করেন এভাবে জীবন অসম্ভব। তারা হয়ত বলতে পারেন, কোনোও মহিলার পক্ষে গৃহস্থালির কাজকর্ম করা, একই সাথে স্বামীর যত্ন নেওয়া আর তার কাজের ব্যাঘাত হতে না দেওয়া কি সম্ভব?

এটা সত্য যে এইরূপ জীবন অস্বাভাবিক ও কঠিন বলে মনে হবে; কিন্তু যদি প্রশ্নকারী বোনেরা তাদের স্বামীর কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করেন, তবে তারা উপযুক্ত পরিকল্পনা, নিষ্ঠা আর প্রজ্ঞার মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এরূপ পরিস্থিতিতে কিছু বোনের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যথায়, একটি সাধারণ পারিবারিক জীবন পরিচালনা করা অস্বাভাবিক কোনোও কাজ নয়।



স্বামীকে স্বাধীনতা দিন

যথাযোগ্য উপায়ে কাজ করা এবং অগ্রগতির জন্য পুরুষদের ব্যবসা সমিতি কিংবা কাজে স্বাধীনতা থাকা উচিত। যদি তারা তাদের কাজকর্মে বাধাপ্রাপ্ত হোন তবে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। একজন জ্ঞানী বোন তার স্বামীর কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা উচিত নয়; কারণ তার জানা উচিত যে– স্বামীর যে স্বাধীনতা প্রয়োজন তা অস্বীকার এবং তার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ চেষ্টার ফলে তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন। বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ পুরুষদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। এধরণের পুরুষরা সবসময় বুদ্ধিমান আচরণ করেন; তাদের কেউপ্রতারিত করতে পারে না; তারা তাদের বন্ধু এবং শত্রু উভয়কেই চেনেন। তবে এমন কিছু পুরুষ আছেন যারা সহজ সরল; তারা সহজেই অন্যের দ্বারা প্রতারিত এবং প্রভাবিত হতে পারেন। এমন ছদ্মবেশী লোকেরাও রয়েছে যারা এসব সহজ সরল পুরুষদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। এরা সৎকর্মশীল হওয়ার ভান করে, সহজ সরল মানুষকে ফাঁদে ফেলে এবং দুর্নীতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। দূষিত সমাজ আর মানুষের একরোখা স্বভাবের কারণে এরূপ পরিস্থিতি বদলায় না। সহজ সরল মানুষটি কিছু সময়ের জন্য তার পরিস্থিতি বুঝতে পারেন না, কিন্তু এক সময় তিনি সজাগ হোন এবং নিজেকে এক গভীর ফাঁদে সনাক্ত করেন যেখান থেকে নিস্তারের কোনো উপায় নেই। যদি আপনি নিজের চারপাশে তাকান, এমন অসংখ্য দুর্ভাগা মানুষকে দেখতে পাবেন। সম্ভবত, তাদের কারও ফাঁদে পড়ার বা দুর্নীতিবাজ হওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাদের স্বকীয় সরলতা; অজ্ঞতা আর অসাবধানতার কারণে তারা

এখন সমাজের দুর্নীতিবাজদের শিকার। এই হিসাবে সাধারণ পুরুষদের যত্ন নেওয়া দরকার। জ্ঞানী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের মহা উপকার করতে পারেন। এই কাজের জন্য উত্তম হলেন এসব পুরুষদের স্ত্রীরা। একজন জ্ঞানী ও চতুর স্ত্রী তার হিতৈষী ও জ্ঞানী মনোভাব দ্বারা স্বামীর প্রতি এই কাজগুলো উত্তমরূপে সম্পাদন করতে সক্ষম।

এমন বোনদেরও তাদের স্বামীর ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করা বা তাদের *'কী করণীয় এবং কী করণীয় নয়'* তা না বলার কথা মনে রাখা উচিত। এর কারণ হলো– পুরুষরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্যের হাতে হাতিয়ার হয়ে থাকতে অপছন্দ করেন; অন্যথায় তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন। তবে একজন বিজ্ঞ বোন পরোক্ষভাবে তার স্বামীর ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্বামীর অজান্তেই তার সহযোগিতার প্রতি নজর রাখেন। এমনও হয় যে– কিছু পুরুষ, কিছু সময়, স্বাভাবিকের চেয়ে দেরিতে বাড়ি ফেরেন। যদি ব্যাপারটি এমন হয় এবং দেরিতে বাড়ি ফেরার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকে, তবে চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ পুরুষরা মাঝে মধ্যেই কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েন যা তারা তাদের কাজের শেষে সমাধানের চেষ্টা করেন।

কিন্তু যদি দেরিতে ফেরার পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে স্ত্রীর সে বিষয়ে তদন্তের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তদন্ত করা সহজ কাজ নয়; এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য এবং বিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে অবশ্যই রাগ কিংবা বিরোধ এড়িয়ে যেতে হবে। স্বামীর সাথে নমনীয় এবং বিনয়ের সাথে কথা বলা উচিত। কেন তিনি আগের চেয়ে দেরিতে বাড়ি ফেরেন আর কোথায় ছিলেন তা জানতে চাওয়া উচিত। স্ত্রীর উচিত বিভিন্ন সময় এবং সুযোগে বিজ্ঞতা আর ধৈর্য সহকারে বিষয়টি অনুসন্ধান করা। যদি তিনি জানতে পারেন যে তার স্বামী চাকরির কারণে বা বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক সম্মেলনে যোগদান করার কারণে দেরি করে বাড়ি ফেরেন তবে স্ত্রীর উচিত তাকে একা ছেড়ে দেওয়া।

যদি তিনি মনে করেন তার স্বামী নতুন বন্ধু পেয়েছেন, তাহলে সেটা কে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত। যদি সেই নতুন বন্ধুটি একজন আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি হোন তবে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি এটি পরামর্শ দেওয়া হয় যে– স্ত্রীর উচিত স্বামীকে সেই নতুন বন্ধুত্বের প্রতি উৎসাহিত করা, কারণ– একজন ভালো বন্ধু একটি মহান আশীর্বাদ তুল্য। যদি আপনি মনে করেন, আপনার স্বামী বিপথগামী হয়ে পড়েছেন বা দুর্নীতিগ্রস্থ ও অযোগ্য লোকদের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছেন তবে আপনার অবিলম্বে তাকে থামানো উচিত। এরকম পরিস্থিতিতে একজন স্ত্রীর উপর অনেক বড় দায়িত্ব থাকে। অসচেতনতার কারণে পরিস্থিতিটির সামান্যতম অপব্যবহার পারিবারিক জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে। এটি এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে কিছু বোনের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজনীয় এবং স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তাকে মনে রাখতে হবে, ঝগড়া কিংবা তর্ক কোনো সমাধান নয় এবং এর ফলাফলও উল্টো হতে পারে। একজন বোন, যিনি এমন পরিস্থিতির স্বীকার, তিনি দুটি কাজ করতে পারেন:

প্রথমত– বাড়ির পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা। নিজেকে ও নিজের আচরণ পরখ করতে হবে। অবশ্যই স্বামীর এমন আচরণের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে হবে, কেন তার স্বামী পরিবারের প্রতি উদাসীন আর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি হয়ত দেখবেন যে তার নিজের আচরণই এর কারণ ছিল; অথবা তিনি নিজেই; কিংবা হয়ত তার রান্না করা খাবার, ভঙ্গিমা বা বাড়ির বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীর চাহিদার প্রতি উদাসীন ছিলেন। এইরূপ বিষয়গুলো পুরুষদের বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তারা তখন তাদের সমস্যাগুলি ভুলে যাওয়ার জন্য বাইরের বিপথগামী কাজে জড়িয়ে পারেন। এক্ষেত্রে স্ত্রী, স্বামীকে তার অসুবিধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং সেগুলো সমাধানে সহায়তা করতে পারেন। যদি কোনো বোন নিজেকে সংশোধন করেন এবং স্বামীর চাহিদা অনুসারে ঘরকে পরিবর্তন করেন, তবে তিনি আশা রাখতে পারেন যে– তার স্বামী আবারও আগের মত সংসারে ফিরবেন এবং খারাপ স্থানসমূহ এড়াতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত– তাকে যতটা সম্ভব সহৃদয়তা দেখাতে হবে। স্ত্রীর উচিত স্বামীকে পরামর্শ দেওয়া এবং তার কর্মের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এমনকি, খারাপ সঙ্গ ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাকুতি সহকারে অনুরোধ করা। তাকে অবশ্যই বলতে হবে, 'আমি আপনাকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসি। আমি আপনাকে নিয়ে গর্বিত। আপনাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি পছন্দ করি আর আমি নিজেকে আপনার প্রতি একান্তভাবে নিয়োজিত করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি একটা বিষয় নিয়ে মনঃক্ষুণ্ণ: আপনার মতো একজন ব্যক্তির কেন এই ধরণের বন্ধুবান্ধব থাকবে; কেনই বা আপনি এমন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন? এই জাতীয় কাজ তো আপনার জন্য উপযুক্ত নয়। দয়া করে এসব ছেড়ে দিন।'

স্ত্রীর অবশ্যই এমন মনোভাব অব্যাহত রাখতে হবে যতক্ষণ না তিনি তার স্বামীর মন জয় করতে পারছেন। এটা হতেই পারে যে– স্বামী বাজে অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন আর তাই তিনি স্ত্রীর কথা সহজে মেনে নিতে পারছেন না, তাহলেও স্ত্রীর হতাশ হওয়া যাবে না। তার উচিত আরও বেশি শক্তি ও ধৈর্য সহকারে নিজের লক্ষ্যকে অনুসরণ করা। পুরুষদের উপর নারীদের এক অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ আর প্রভাব রয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যদি নিজের মন স্থির রাখতে পারেন তবে তিনি যা চান তা করতে সক্ষম হবেন। তিনি যদি স্বামীকে দুর্নীতির নোংরামি থেকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন, তবে তিনি তা করতে পারবেন। যদি তিনি বিজ্ঞতার সাথে কাজ করতে পারেন তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। যাই হোক না কেন, সহিংস বা কঠোর মনোভাব নিয়ে স্বামীর সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়, যতক্ষণ না দেখেন যে তার প্রতি সদয় ও বিনয়ী হয়ে কোনোও ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আর তারপরই চরম হওয়া, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া বা অন্য কোনোও উপায় যথাসাধ্য ব্যবহার করে স্বামীকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তা প্রতিশোধ হিসাবে নয়। হ্যাঁ, স্বামীর দেখাশোনা করা প্রত্যেক স্ত্রীর কর্তব্য। এটি একটি কঠিন দায়িত্ব।

* * *

অংশে সুখী-সুন্দর পরিবার ও পারিবারিক জীবন গঠনের স্বপ্ন কার্যত স্বপ্নই থেকে গেছে। তবে বর্তমানে বিয়ে-বিচ্ছেদের যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে, তার পেছনে মূল সমস্যা হিসেবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য, সহযোগিতা ও সমঝোতার ভাব না থাকাকেই মনে করা হয়।

অথচ একজন নেককার স্ত্রী পরিবার দেশ-জাতি তথা সমগ্র বিশ্বের জন্যই অমূল্য সম্পদ। একজন নেককার নারী; সে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে থাকবে সচেতন, আল্লাহর প্রতি ভক্তিতে থাকবে অবনত, নিজের পবিত্রতা রক্ষার্থে থাকবে সদা সতর্ক, কাজে কর্মে হবে ইসলামের একান্ত অনুসারী। নামাজে একনিষ্ঠ, মনে-প্রাণে ইসলামী নিয়ম-নীতিতে বিশ্বাসী, ধৈর্যশীলা, অনুগতা, সত্যবাদী, বিনয়ী, ন্যায়নিষ্ঠ, ঈমানদার, দানশীলা, রোজা পালনকারিনী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারীকেই নেককার স্ত্রী বলা হয়।

এই বইটিতে সুখী পরিবার গঠনে একজন স্ত্রীর জন্য করনীয় ও পালনীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখক আলোকপাত করেছেন। বইটির আলোচনা আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার বিশ্বাস একটি সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গঠনে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে– ইনশাআল্লাহ।

পুস্তক মাত্রই ভুল-ত্রুটি থাকবে। তবে বইটিতে সচেতনভাবে আমরা কোনো ভুল তথ্য উপস্থাপন করতে চাইনি। এরপরও কারো কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদের জানাবেন। আমরা আন্তরিকভাবে তা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। '*দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ*' নামক এই বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত ও উচ্ছসিত। বইটির লেখক, শরঈ সম্পাদক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যেন দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করেন– আমিন।

মোছাঃ তাসলিমা খাতুন
taslima.ruet@gmail.com
তাং : ০৭. ০৮. ২০২১ ঈ.



সন্দেহপ্রবণ নারী

সন্দেহ একটি মারাত্মক ব্যাধি, যা শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি নিজের সাথে সাথে অন্যেরও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু নারী এই মারাত্মক ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। স্বামীর উপর নজরদারী করা স্ত্রীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তবে সন্দেহ যখন অবিশ্বাসে পরিণত হয় তখন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। কেননা সন্দেহপ্রবণ স্ত্রী ধরেই নেয় যে তার স্বামী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সে ধরেই নেয় তার স্বামী তার অজান্তেই অন্য কোনো নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত। সে তাকে যে কোনো মহিলার সাথেই এমনকি সহকর্মীর সাথেও সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করতে শুরু করে। সে সম্পূর্ণভাবে তার স্বামীর উপর থেকে বিশ্বাস হারাতে শুরু করে। রাত করে বাড়ি ফেরা অথবা অন্য কোনো নারীর সাথে কথা বলতে দেখলেই সন্দেহের মাত্রা তীব্র হয়। এমনকি তা চরম অবিশ্বাসে পরিণত হয়।

উদাহরণস্বরূপ– সে যদি কোনো বিধবা এবং বিধবার সন্তানকে সাহায্য করে থাকে, তবে তার স্ত্রী ভাবতে শুরু করে এর পিছনেও অন্য কারণ আছে। হয়তোবা সে ঐ বিধবার প্রতি কোনো রকম আকর্ষণ অনুভব করছে। অথচ এই কাজটি শুধু মাত্রই মানবতার খাতিরে করা। শুধু তাই নয়, অন্য কোনো মহিলা যদি তার স্বামীকে সুদর্শন বলে অথবা তার আচরণের প্রশংসা করে তাতেও তার স্ত্রীর ধারণা হয় তার স্বামী ঐ মহিলার প্রতি আকর্ষিত। এমনকি তার গাড়িতেও যদি অন্য কোনো

নারীর চুল পাওয়া যায় তাতেও তার স্ত্রী মনে করে তার স্বামীর জীবনে অন্য কোনো নারী আছে। এ জাতীয় চিন্তা ভাবনা এবং অহেতুক বিষয়সমূহ এ ধরণের সন্দেহপ্রবণ স্ত্রীদের আরো বেশি রাগিয়ে দেয়। তাদের স্বামীর প্রতি সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়। দিন রাত তারা এই ব্যাপারেই চিন্তা করতে থাকে। শুধু তাই নয় এই ধরনের সন্দেহপ্রবণ স্ত্রীরা তাদের বন্ধুবান্ধব এবং নিকটস্থ আত্মীয়স্বজনদের কাছে স্বামী সম্পর্কে বলে বেড়ায়। তাকে প্রতারক বলে সম্বোধন করে। তাদের ভিতরে সন্দেহ নামের যে বীজ বপন করা হয়ে যায় তা তারা এভাবেই অন্যদের নিকট উপস্থাপন করে। আর সেসকল আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব সহানুভূতি প্রর্দশনের নাম করে অন্যান্য প্রতারক স্বামীদের উদাহরন প্রর্দশন করে। তারা তাদের সম্পর্কের পতন চায়। ঝগড়া-বিবাদ চলতেই থাকে। এতে করে যা হয়, স্ত্রী তার পরিবারের প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। স্বামী এবং সন্তানের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালনে অনিহা প্রকাশ করে। এমনকি নিজের পৈতৃক বাড়িতে চলে যায়। সে তার স্বামীকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। এমনকি তার পকেটও খুঁজে। তার দাপ্তরিক চিঠিপত্রও পড়তে শুরু করে এবং ছোট ছোট সকল বিষয়ের ব্যাখা খুঁজতে থাকে।

আর এ সবকিছুই করে অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ হয়ে। এ ধরণের ব্যবহারের মাধ্যমে সে তার পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট করে। সংসারকে নরকে পরিণত করে। অনেকটা জাহান্নাম বানিয়ে ফেলে, যে জাহান্নামের আগুনে সে নিজেও জ্বলতে থাকে। এতো কিছুর পর যদি তার স্বামী তার নিজের পক্ষে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসে বা তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে এতেও তার স্ত্রী রেগে যায়। এমনকি তার স্বামীর কান্নাও তার মনকে নরম করতে পারে না। কোনো কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হয় না।

নিম্নের উদাহরণগুলো জেনে রাখা অবশ্যই জরুরি হবে–

একজন মহিলা একটি পারিবারিক আদালতে বলেছিলো–

"আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যদি আমি আমাদের বিয়ের ১২ বছর পর তিন সন্তানসহ আমার স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হতে

চাই। এখানে এতটা আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে কেনো আমি এমনটা করতে চাচ্ছি। কারণ আমি জানি আমার স্বামী আমার প্রতি সৎ নয়। কিছুদিন আগেও আমি তাকে একটি মহিলার সাথে হাঁটতে দেখেছি। আমি ভাগ্য কুণ্ডলী বিশ্বাস করি। আমি একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন পড়ি। সেখানে "Fortune Telling" এর পাতায় প্রতি সপ্তাহে আমার স্বামীর ভাগ্যকুণ্ডলী দেখি। ঐ ভাগ্যকুণ্ডলী অনুযায়ী আমার স্বামী ঠিক ঐ নারীর সাথেই খুশি হবে: যে কিনা জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু আমি তো ফেব্রুয়ারিতে জন্মেছি। সুতরাং স্পষ্টত তার ভালো থাকা আমার সাথে নয়, সে আমার সাথে সুখী নয়। তাছাড়া শুরুর দিকে সে আমাকে যতটা ভালোবাসতো, এখন ততটা ভালোবাসে না। সে এখন ঠিক আগের মতো আমায় কাছে টানে না। আমি এসব কিছু অনুভব করতে পারি।"

সব শুনে মহিলার স্বামী বলল– 'কেউকি বলবেন আমি কী করতে পারি? ঠিক কী করলে আমার স্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্য হতে পারি? আমার মনে হয় ঐ সপ্তাহিক ম্যাগাজিন এর পাঠক যারা আছেন, সবাই আমার স্ত্রীর মতো। সে ম্যাগাজিনটি ভুল। সব মিথ্যা। এখানে সত্য কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন, এই ম্যাগাজিন আমার এবং আমার বাচ্চার জীবন, আমাদের সংসার, সবকিছু ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে। ঐ ম্যাগাজিনের কুণ্ডলী পাতা বলে, আমার হাতে বেশকিছু টাকা আসবে। ঠিক তারপরই আমার স্ত্রী আমাকে প্রশ্ন করবে টাকা দিয়ে আমি কী করেছি। অথচ আমার হাতে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে টাকা আসার কোনো কারণ বা উপায় নেই। এমনও হতে পারে, হয়তো কুণ্ডলীতে দেখাবে যে আমি কোনো চিঠি পাবো। তারপর তো আমাকে একমাত্র আল্লাহই বাঁচাবেন এই মিথ্যা সন্দেহ থেকে। এর চেয়ে বরং আমরা আলাদাই হয়ে যাই। এতে করে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবো। আর আমার স্ত্রী কোনো যৌক্তিক কারণ দেখাচ্ছে না। এর চেয়ে বরং আমরা আলাদাই হয়ে যাই।"

এক লোক কোর্টে বলছিলো–

> "একবার আমি একা এক পার্টি শেষে ঘরে ফিরছিলাম। এমন সময় আমার কলিগ আর তার ওয়াইফ আমাকে বললো তাদেরকে লিফট দিতে। আমি লিফট দিলাম। তার পরপরই আমার বউ তার বাপের বাড়ি যেতে চাইলো। বললো, তাকে তার বাপের বাড়ি নামিয়ে দিতে। আমি যথারীতি তাকে গাড়িতে উঠিয়ে ড্রাইভ শুরু করলাম। আমার স্ত্রী তখন দেখলো, একটা মেয়ের চুল গাড়ির সিটে। স্ত্রী ততক্ষণাৎ চুল টা নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলো চুলটা কোত্থেকে এসেছে? আমি ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলাম, তাই বললাম, জানিনা। এরপর যখন তাকে আনতে গেলাম, আমার স্ত্রী আসবে না বলে দিলো এবং বললো, 'যার চুল তোমার গাড়ির সিটে পাওয়া গিয়েছে তাকে নিয়ে সংসার করো।'

এক ভদ্র মহিলা কোর্টে এসে বিচার দিলো– "তার স্বামী ওভারটাইমের নাম দিয়ে অনেক রাত বাইরে কাটায়। তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। এতোদিন সে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী যখন থেকে বলছে যে– তার স্বামী চাকরী শেষে বাইরে গিয়ে নিজে রিল্যাক্স করে অন্যের সাথে সময় কাটায়, তখন থেকে সেও সন্দেহ করছে। তার মনে হয়: তার স্বামী আসলেই কাজে থাকে না, অন্য কোথাও যাচ্ছে। তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাই সে মিথ্যাবাদীর সাথে সংসার করতে চায় না। তখনই তার স্বামী পকেট হতে কিছু চিঠি বের করে বিচারকের সামনে রাখলো। বিচারক চিঠি গুলো বের করে জোরে জোরে পড়া শুরু করলো। দেখা গেলো– চিঠিগুলো হলো সেই ব্যক্তির অফিস হতে দেওয়া ওভার টাইমের নোটিশগুলো। তখন মহিলা বললো– আমি রোজ রাতে তার পকেট চেক করেছি কিন্তু কিছু পাইনি। তখন বিচারক বললেন– সে হয়তো তার অফিসের ডেস্কে রেখে আসতো কাগজগুলো। তার স্বামী তখন বললো– আমি আমার স্ত্রীর ব্যবহারে মনে করেছিলাম– তার অন্য কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক আছে। আমি নিজেই তাই তাকে ইগনোর করা শুরু করি। আমি ভয় পেয়েছিলাম এটা নিয়ে। তখন তার স্ত্রী ভুল বুঝতে পেরে

স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইলো। পরস্পর ভুল স্বীকার করে আদালত ত্যাগ করলো।"

একজন দাঁতের ডাক্তার আদালতে অভিযোগ আনলো- "তার স্ত্রী তাকে চেম্বার করতে দিতে চায় না। তার স্ত্রীর ধারণা তার কাছে অনেক মেয়ে রোগীও আসে এবং সেই মেয়ে রোগীদের তার স্বামীর উপর দূর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই সে কোনো মেয়ে রোগী দেখতে পারবে না। কিন্তু ভদ্রলোক ডাক্তার, তার কাছে তার রেগুলার পেশেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একবার তিনি চেম্বারে রোগী দেখছেন, হঠাৎ তার স্ত্রী এসে তাকে টেনে বের করে নিয়ে গেলো। বললো- 'কাজ করার দরকার নেই।' বাড়ি গিয়ে কারণ জানতে চাইলে: তার স্ত্রী বলেন- তিনি চেম্বারের বাইরে বসে রোগীদের সাথে আলাপ করছিলেন। এক সুন্দরী মহিলা তখন বললেন, ডাক্তারটি খুব হ্যান্ডসাম এবং খুব ভালো। সেই ভদ্রমহিলা জানতেন না, যার সাথে কথা বলছেন তিনি ডাক্তারের স্ত্রী। তাই এভাবে নাকি বলে দিয়েছেন। ডেন্টিস্ট হাজবেন্ড বিচারক কে জানালেন- এমন স্ত্রীর সাথে তিনি থাকতে পারবেন না। তার কাছে তার পেশা বড়।"

আরেকবার এক ভদ্র মহিলা বললেন- "তার এক বন্ধু তাকে বলেছে, তোমার স্বামীকে রোজ অফিসের পর এক বাড়িতে যেতে আমি দেখেছি। ঘটনার সত্যতা জানতে, আমি নিজে একদিন আমার স্বামীর পিছু নিয়েছিলাম। দেখলাম- সত্যিই সে তার অফিসের পর একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। সে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তখন তার স্বামী জানালো- বিচারক সাহেব, আমি একবার বাচ্চার গুঁড়া দুধ কিনতে দোকানে গেলে দেখি এক বিধবা মহিলা টাকার অভাবে তার বাচ্চার জন্য দুধ কিনতে পারছে না। আমি তখন তাকে সাহায্য করি এবং ঠিক করি তাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করার।"

এভাবে প্রতিদিন কোনো না কোনো সংসারে সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা ধীরে ধীরে ডিভোর্সে রূপ নেয়। এর প্রভাব বেশী পড়ে সন্তানদের উপর। তারা তাদের বাবা-মার ঝগড়া দেখে বড় হয়। ফলে তাদের মন মেজাজ খিট খিটে থাকে। মন সংকীর্ণ হয়ে থাকে। বাবা মা এর ডিভোর্সেরও বিরূপ

প্রভাব পড়ে তাদের উপর। বাবা মা মনে করেন ডিভোর্স করে আলাদা হয়ে গেলে নতুন জীবন সঙ্গী আনলে হয়তো তাদের সন্তান কে নিজের সন্তানের মত বড় করবে, আদর করবে। কিন্তু এটা ভুল, কখনোই সন্তানরা আরেকজনকে তার বাবা কিংবা মা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। অন্য একজন এসেও কখনো সহজে নিজের সন্তানের জায়গাটা আরেক জনকে দিতে পারে না। ফলে সন্তানদের জীবনটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। এমনকি স্ত্রীও হয়তো মনে করতে পারে একটা সময় সে এমন করে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। কিন্তু সেও আরেকজনকে সহজেই বিয়ে করে সংসার শুরু করতে পারবে না। এই অবস্থা হতে বাঁচাতে একটাই পথ আছে, তা হলো বাবা মা ডিভোর্স না করে একজন আরেকজন কে বোঝার চেষ্টা করা। দুজনের সমস্যা বুঝতে চাওয়া। তাহলে এই ঝগড়ার অবসান হবে। এক্ষেত্রে, পুরুষদের ভূমিকা বেশি বলা যায়। একজন পুরুষই তার জীবনের সমস্যাগুলো হতে দূরে থাকতে পারে।

এক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য কিছু টিপ্স–

১. আপনার স্ত্রী আপনাকে ভালোবাসে বলেই আপনাকে হারানোর ভয় পায় এবং সে আপনাকে সন্দেহ করে।

২. আপনার সন্তান, পরিবারের প্রতি তার আগ্রহ আর দায়িত্ববোধ কাজ করে বলেই সে সব কিছু আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চায়। তাই তাকে বোঝার চেষ্টা করুন, কষ্ট না দেওয়ার চেষ্টা করুন।

৩. তিনি আপনাকে ভালোবাসে বলেই আপনাকে সন্দেহ করে ফেলে, এটা তার রোগের মত। এখানে তার কিছুই করার থাকেনা।

৪. ক্যান্সারের মত অনেক রোগ আছে। ধরে নিন আপনার স্ত্রীও মানসিক বিষাদগ্রস্ত রোগে ভুগছে। তাকে বোঝার চেষ্টা করুন। তার সকল অভিযোগ-আক্ষেপ মন দিয়ে শুনে তা

প্রভাব পড়ে তাদের উপর। বাবা মা মনে করেন ডিভোর্স করে আলাদা হয়ে গেলে নতুন জীবন সঙ্গী আনলে হয়তো তাদের সন্তান কে নিজের সন্তানের মত বড় করবে, আদর করবে। কিন্তু এটা ভুল, কখনোই সন্তানরা আরেকজনকে তার বাবা কিংবা মা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। অন্য একজন এসেও কখনো সহজে নিজের সন্তানের জায়গাটা আরেক জনকে দিতে পারে না। ফলে সন্তানদের জীবনটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। এমনকি স্ত্রীও হয়তো মনে করতে পারে একটা সময় সে এমন করে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। কিন্তু সেও আরেকজনকে সহজেই বিয়ে করে সংসার শুরু করতে পারবে না। এই অবস্থা হতে বাঁচাতে একটাই পথ আছে, তা হলো বাবা মা ডিভোর্স না করে একজন আরেকজন কে বোঝার চেষ্টা করা। দুজনের সমস্যা বুঝতে চাওয়া। তাহলে এই ঝগড়ার অবসান হবে। এক্ষেত্রে, পুরুষদের ভূমিকা বেশি বলা যায়। একজন পুরুষই তার জীবনের সমস্যাগুলো হতে দূরে থাকতে পারে।

এক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য কিছু টিপ্স–

১. আপনার স্ত্রী আপনাকে ভালোবাসে বলেই আপনাকে হারানোর ভয় পায় এবং সে আপনাকে সন্দেহ করে।

২. আপনার সন্তান, পরিবারের প্রতি তার আগ্রহ আর দায়িত্ববোধ কাজ করে বলেই সে সব কিছু আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চায়। তাই তাকে বোঝার চেষ্টা করুন, কষ্ট না দেওয়ার চেষ্টা করুন।

৩. তিনি আপনাকে ভালোবাসে বলেই আপনাকে সন্দেহ করে ফেলে, এটা তার রোগের মত। এখানে তার কিছুই করার থাকেনা।

৪. ক্যান্সারের মত অনেক রোগ আছে। ধরে নিন আপনার স্ত্রীও মানসিক বিষাদগ্রস্ত রোগে ভুগছে। তাকে বোঝার চেষ্টা করুন। তার সকল অভিযোগ-আক্ষেপ মন দিয়ে শুনে তা

শুধরানোর চেষ্টা করুন। অবশ্যই কোনো অভিযোগ কিংবা সন্দেহ আপনা থেকেই হয় না। হয়তো আপনি নিজের অজান্তে এমন কোনো ব্যবহার করেছেন যাতে সে এমন ভুল বুঝতে বাধ্য হয়েছে।

৫. সারাদিন কী হয় না হয় আপনার স্ত্রীকে দিন শেষে শেয়ার করুন।

৬. আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন। আপনার কাপড়, মানিব্যাগ, চিঠি, সবকিছু তাকে দেখতে দিন।

৭. কাউকে সাহায্য করতে চাইলে স্ত্রীর সাহায্য নিন।

৮. বাইরের পার্টিতে অন্য নারী কিংবা কলিগদের সামনে স্ত্রীকে অপমান করবেন না।

৯. আপনি যদি আসলেই সুপুরুষ হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আপনার স্ত্রীর সম্মান আপনার কাছে উপরে। অন্যের সামনে তাকে ছোট করবেন না। তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করবেন না। কখনো ভাববেন না– আপনার স্ত্রী দাস হয়ে গেছে। উলটো আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যিনি জানেন– কী করলে তার পরিবার সুখী হবে, তার সন্তানরা ভালো থাকবে, সংসারে সুখ আসবে।

উপরন্তু, আল্লাহ ওই সকল ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিদান দেন; যারা এই সময়ে ত্যাগের মত মহৎ কাজ করে। সব রকম পরিস্থিতিতে নারীর সাথে নম্র ব্যবহার করা এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা উচিত, যাতে তাদের কর্ম ভালো হয়। একজন স্ত্রীর তার স্বামীর উপর অধিকার হলো, তার সকল অসচেতনতা এবং বোকামী মাফ করে দেওয়া।

এবার স্ত্রীদের জন্য কিছু কথা-

প্রিয় বোন! এটা অবশ্যই দরকার নেই যে- সব বিষয়ে সকল অবস্থায় আপনার স্বামীকে আপনার কাছে তার নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। যতক্ষণ না তার অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে; আপনার কোনো অধিকার নেই তার সাথে অপরাধীর মত ব্যবহার করার। এমন কি কোনো আইন কিংবা কোনো নিয়মও বলে না- কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে তার সাথে অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা যাবে কিংবা তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে। শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে কোনো অপরাধ হয়েছে বলা যায় না। আপনার কেমন লাগবে আপনাকে যদি কেউ এভাবে প্রমাণ ছাড়া সন্দেহ করে অপরাধী বলে! আপনি বিশ্বাস করুন। সন্দেহ করা পরিত্যাগ করুন। একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করার ভার পাহাড়ের চেয়েও বেশী।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

> অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা বেশীরভাগ সন্দেহ থেকে বিরত থাকো। অবশ্যই কিছু কিছু সন্দেহ গুনাহের কাজ।"[২৭]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন- "যারা মুমিন নর নারীদেরকে মিথ্যা দোষারোপ করে কষ্ট দেয় তারা সুস্পষ্ট অপবাদ ও গুনাহ নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়।"[২৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

> অর্থ : "সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হলো- অন্যায়ভাবে কারো বদনাম করে বেড়ানো।"[২৯]

---

[২৭] সূরা হুজুরাত : ১২।
[২৮] সূরা আহযাব : ৫৮।
[২৯] তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম : ৫২৪৫।

প্রিয় বোন!

বোকা হবেন না। কোনো শক্ত প্রমাণ ছাড়া, প্রথমে আপনার স্বামীর ভুলগুলো নোট করুন। এরপর তার ভুলের কারণ কী হতে পারে লিখুন। নিজেকে একজন স্বচ্ছ বিচারকের চেয়ারে বসিয়ে পুরো ব্যাপারটা বিবেচনা করুন। সব সময় যাই দেখছেন তাই সত্য হবে তা নয়। এমনও হতে পারে আপনার স্বামীর গাড়িতে যে চুল পাওয়া গেছে তা আপনার কিংবা তার কোনো আত্মীয়ের। হয়তো মা, বোনের। হয়তো তার কোনো কলিগ বিপদে লিফট চেয়েছে তার চুল। অনেক কিছুই হতে পারে। আপনার স্বামী কোনো নারীকে সহায়তা করছে মানে তার মন বড়। সে একজন দরিদ্র নারীর পাশে দাঁড়িয়েছে মনুষ্যত্ববোধ থেকে। আপনার স্বামীর অফিসে কোনো মেয়ে কলিগ থাকলেই তাকে নিয়ে সন্দেহ করবেন না। স্বামীর কোনো ভুল পেলে সন্দেহ হলে প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করুন। দুইজনে মিলে ভুল ভাংঙানোর চেষ্টা করুন, তাকে সুযোগ দিন। এরপর যদি দেখেন আপনি এমন কিছু জানেন যা সে বলেনি, তখন তাকে বলুন, সে হয়তো ভুলে গেছে কিংবা ভীত হয়েছিলো যেন আপনি ভুল না বুঝেন। তার কথা বিশ্বাস করুন। এরপরও যদি আপনি আরো ভালোভাবে ধীরে সুস্থে খতিয়ে দেখে তার কোনো ভুল পান, তাহলে তার সাথে কথা বলুন। তাকে বলুন আপনাকে সত্যটা বলতে।

অবশ্যই এসব নিয়ে বাইরের কারো সাথে আলাপ করবেন না। কারন শত্রুরা আপনার সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিবে। এমনকি আরো কিছু মিথ্যা যোগ করবে আপনার জীবন ধ্বংস করার জন্য। আপনার স্বামী হয়তোবা কোনো ইস্যু না। হয়তোবা তার বড় কোনো অপরাধও নেই। কিন্তু এক ঝাঁক বোকা, সাধারণ, অদক্ষ মানুষ আপনার এই ভুল ধারণা ও অভিযোগে দয়া দেখাবে। তারা হয়তো আপনার আত্মীয়স্বজন কিংবা কাছের বন্ধু। আলোচনা শুধুমাত্র বুদ্ধিমান এবং সৎ মানুষের সাথেই করা উচিত। যদি কারো সাথে আলোচনা করেন তবে একটা সমাধান বের করে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

যদি আপনার স্বামীর দোষ প্রমাণিত না হয়, যদি আপনার আত্মীয়স্বজনও তার দোষ না দেখে, কিন্তু তাও আপনি তার উপর সন্দেহ করেন, তবে বুঝতে হবে আপনি আসলেই মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। আপনার সন্দেহের সমস্যা হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। আপনার তখন একজন মানসিক ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

এই সময় আপনার স্বামীর সাথে আপনার ঝগড়া না করা কিংবা আদালতে না যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। বিচ্ছেদের কথা বলবেন না, কিংবা তাকে হেনস্থা করবেন না। এমন ব্যবহার শুধুই ক্ষোভ আর সমস্যা বাড়াবে, যা হয়তো বিচ্ছেদে রূপ নিবে। অবশ্যই বোকার মত কাজ করবেন না। কিংবা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন না। কারণ নিজেকে হত্যা করে আপনি পরকালে শান্তি পাবেন না। আর ভিত্তিহীন সন্দেহের উপর নিজেকে শেষ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনার কি মনে হয় না, সমস্যা সমাধান করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ?

আপনি যদি তারপরও আপনার স্বামীর সাথে একটা সঠিক সমাধানে না যেতে পারেন, কিংবা আসলেই সে অন্য কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, তাহলে আপনিই দোষারোপিত হবেন। হয়তো আপনিই তার মনে জায়গা করে নিতে পারেননি। কারণ আপনি তার মন জয় করার জন্য পর্যাপ্ত চেষ্টা করেননি। তাই আপনার আর তার জীবনের মধ্যে একটা খালি জায়গা তৈরী হয়েছে। তাই বলে ভেংগে পড়বেন না। এখনো সময় আছে, আপনার ভাব-ভংগী তে পরিবর্তন আনুন এবং এমন আচরণ করুন যা আপনার স্বামীকে আকৃষ্ট করবে।

* * *